পূজারী

২৯শে ও ৩০শে আশ্বিন, ১৪০৬

শনিবার ও রবিবার

অ্যাটলান্টা, জর্জিয়া

Sree Sree Durga Puja

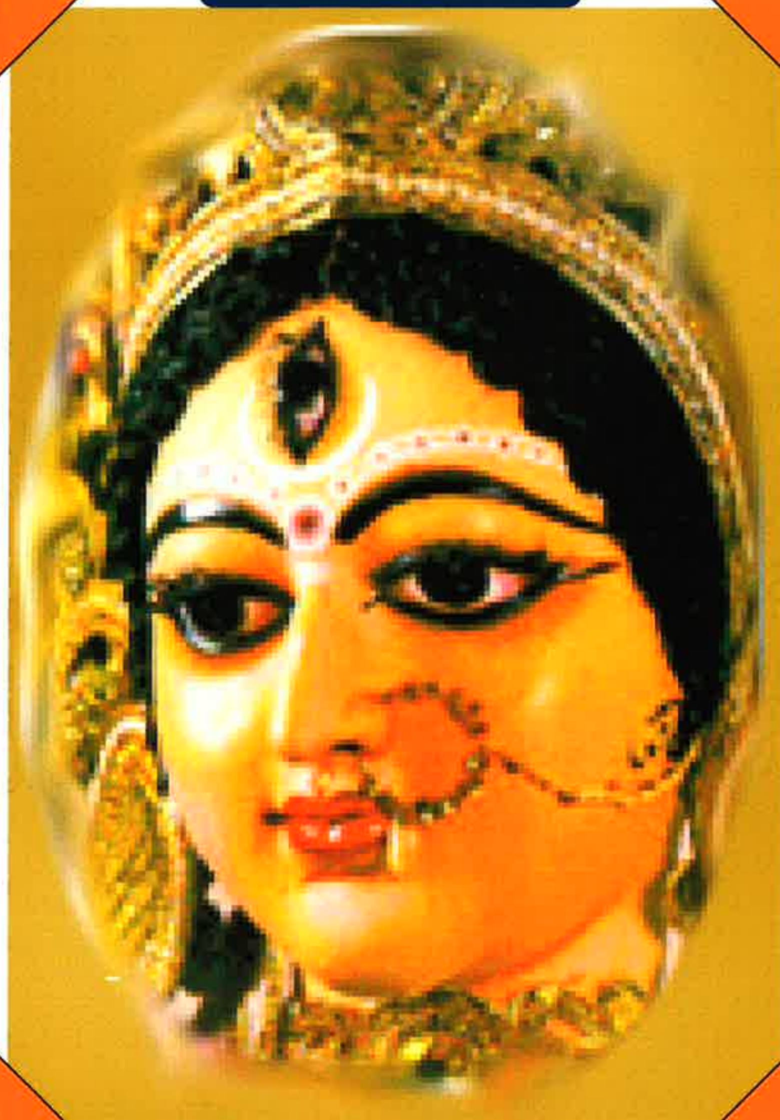

শ্রীশ্রী দুর্গা পূজা

Pujari

October 16 & 17, 1999
Saturday & Sunday
Atlanta, Georgia

চণ্ডী থেকে

যেখানে রাক্ষসকুল উগ্রবিষ ফণী
মহাশত্রু দস্যুদল যেথায় যখন
দাবানল ও জলধি সেথায় জননী
সর্বত্র রহিয়া রক্ষা করিছ ভুবন।

বিশ্বরূপা বিশ্বেশ্বরী তুমিই আবার
এ বিশ্বকে করিতেছ ধারণ পালন
বিশ্বমাঝে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা আদি দেবতার
বন্দনীয়া তুমি মাগো হও সে কারণ।

আরো জানি মা তোমার ভক্ত সন্তানেরা
যারা নেয় নম্রচিত্তে তোমার শরণ
আশ্রয়স্বরূপ হয়ে এ ভুবনে তারা
বিপন্ন জনের বিঘ্ন করে নিবারণ।

1999 DURGA PUJA PROGRAM

অনুষ্ঠান সূচি

Saturday, October 16, 1999		২৯শে আশ্বিন, ১৪০৬, শনিবার	
Puja	10 am	পূজা	বেলা দশটা
Anjali	12 noon	অঞ্জলি	বেলা বারোটা
Prosad	1 pm	প্রসাদ	বেলা একটা
Entertainment	3:30 pm	বিচিত্রানুষ্ঠান	বিকেল সারে তিনটে
Arati	6:30 pm	সন্ধ্যারতি	সন্ধ্যা সারে ছ'টা
Prosad	8 pm	প্রসাদ	রাত্রি আটটা
Sunday, October 17, 1999		৩০শে আশ্বিন, ১৪০৬, রবিবার	
Puja	11 am	পূজা	বেলা এগারোটা
Anjali	12 noon	অঞ্জলি	বেলা বারোটা
Prosad	1 pm	প্রসাদ	বেলা একটা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পূজারীর দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে যারা অর্থ, শ্রম ও উৎসাহদান করে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভকামনা জানাই।

Acknowledgment

Our heartfelt thanks and best wishes to all who have cooperated with Pujari in this celebration of the Durgapuja festival with donations, labor, and encouragement.

Pujari

4515 Holliston Road
Doraville, Georgia 30360
tel: (770) 451-8587

Contents

Samar Mitra	দুর্গাপুজোর আগের শনিবার সকালে	4
Rekha Mitra	মনিমা	8
Susmita Mahalanabis	হলুদ রুমাল	11
Bijan Prasun Das	অনুরোধ	12
Susmita Mahalanabis	সিঁড়ি ভাঙ্গার অঙ্ক	13
	চুটকি	13
Meera Ghosal	মেলা নয় ঝামেলা	14
Jyoti Ghosh	The Lighthouse	16
Monalisa Ghosh	The Rose	17
Priyanka Mahalanabis	Drawing	18
Rahul Basu	Drawing	19
Mohua Basu	Drawing	20
Reshma Gupta	Triumphs and Tragedies of the 20th Century	21
Pujari Directory 1999		
Marjorie Sen	Drawing	24

PUJARI
ATLANTA, GA
STATEMENT OF ACCOUNTS
1998 DURGA PUJA & LAKSHMI PUJA

RECEIPTS		EXPENSES	
BALANCE FROM 1998 SARASWATI PUJA	$ 3,778.50	ICRC HALL RENTAL	$ 1,355.00
DONATIONS (1998 DURGA PUJA)	$ 5,108.75	HIRED HELP	$ 247.20
		U-HAUL RENTAL	$ 142.30
		BROCHURE & STAMP	$ 387.00
		TENT RENTAL	$ 210.00
		DECORATION/PROGRAM	$ 269.60
		PRASAD & FOOD	$ 2,866.70
TOTAL RECEIPTS	$ 8,887.25	MISCELLANEOUS	$ 73.25
LESS EXPENSES	$ 5,551.05		
BALANCE	**$ 3,336.20**	TOTAL EXPENSES	**$ 5,551.05**

1999 SARASWATI PUJA

RECEIPTS		EXPENSES	
BALANCE FROM 1998 DURGA PUJA	$ 3,336.20	GUJRATHI SAMAJ HALL RENTAL	$ 175.00
DONATIONS	$ 1,241.00	IACA ANUAL DONATION	$ 150.00
		HIRED HELP	$ 175.10
		DECORATION	$ 49.47
		SARIS FOR PROTIMAS	$ 30.00
		PRASAD & FOOD	$ 759.92
TOTAL RECEIPTS	$ 4,577.20	MISCELLANEOUS	$ 52.57
LESS EXPENSES	$ 1,392.06		
BALANCE	**$ 3,185.14**	TOTAL EXPENSES	**$ 1,392.06**

দুর্গাপূজোর আগের শনিবার সকালে

সমর মিত্র

সমিতির দুর্গাপূজোয় অনেক সন্দেশ লাগে। তার কিছুটা করার ভার নিয়েছি আমরা। এর আগেও এ কাজ অনেকবার করেছি। তবে এবারে পুজোর আগের শনিবার সকালে ভারি এলুমিনিয়ামের বড়ো একটা প্যানে গত রাত্তিরে করা দুগ্যালন দুধের ছানা পাক দিয়ে বড়ো একটা থালায় ঢেলে অন্যান্যবারের মত স্প্যাচুলা দিয়ে প্যানের গা চেঁচে সন্দেশের কুচি ছাড়াতে গিয়ে হাতটা থেমে গেল। মনে হল এটুকু সন্দেশ কি রক্ষে না করলেই নয়। এই ঘষাঘষি করে বড়ো জোর আধখানা সন্দেশ ড্রেনের জলে ধুয়ে যাবার হাত থেকে বাঁচানো যাবে। সেটা কি খুব বেশি অপচয় বলে মনে করা যায় ? তখনই মনে হল যে তিরিশ বছরের ওপর মাসে গড়পড়তা ছ গ্যালনের সন্দেশ হচ্ছে বাড়ীতে, তাহলে তো প্রতিমাসে তিনটে করে সন্দেশ ধরলে এক হাজারের ওপর সন্দেশ বাঁচিয়েছি এতদিনে। একেই তো বলে তিল তিল করে তাল, ফোঁটা ফোঁটা জল দিয়ে সমুদ্দুর। আবার প্যান চাঁচতে গিয়ে যদি এক মিনিট সময় দিতে হয় তাহলে এতদিনে ছত্রিশ ঘন্টার ওপর বা আমার পরমায়ুর দেড়দিনের বেশি ঐ কাজে ব্যয় করে ফেলেছি। অতএব এই শ্রম সার্থক হল কি হলনা মনে মনে সেই অংক কষতে যাচ্ছি এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল।

স্প্যাচুলাটা ফেলে রেখে হাত ধুয়ে ফোনটা ধরে হ্যালো বলতেই শিবানীর গলা শুনতে পেলাম - মামা কি ভাগ্যি তোমাকে পেয়ে গেলাম। দুহাজার মাইল দূরের ভাগ্নি কি ঝামেলায় পড়েছে কে জানে। কিছু বলার আগেই বলে উঠল ওর হাজার মাইল দূরের এক বন্ধু কোথায় কি একটা বক্তৃতা দিতে যাবে, ওকে লং ডিস্ট্যান্স ফোন করে জিজ্ঞাসা করেছে যে রামের বৌ সীতা আর লক্ষ্মনের বৌ উর্মিলা এই নাম দুটো ওর জানা আছে, রামের আর দুভাইয়ের নাম যে ভরত আর শত্রুঘ্ন তাও সে জানে, আরো জানে যে চার ভাইয়ের একই দিনে জনক রাজার প্রাসাদে বিয়ে হয়েছিল কিন্তু ঐ দুভাইয়ের বৌদের নাম সে শোনেনি বা শুনলেও তার মনে নেই। ঐ নামদুটো তার চাই। কি ধরনের বক্তৃতায় ঐ দুটো নামের প্রয়োজন হতে পারে আমার মাথায় এলনা।

অবশ্য তা জেনেই বা আমার কি হবে ? তবে কিংবদন্তী অনুযায়ী রাবনবধের আগে শ্রীরামচন্দ্র অকালবোধন করে মাদুর্গার পূজো করেছিলেন। বাঙ্গালীদের দুর্গাপূজো নাকি সেই সময় ধরে করা হয়। হয়তো সেইজন্যে ওর বন্ধু ঐ নামদুটোর খোঁজ করছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে এই কিংবদন্তী শুধু বাঙালীদের মধ্যেই প্রচলিত। বাল্মীকি রামায়ণে আছে যে রাবনবধের প্রস্তুতি হিসেবে অগস্ত্যমুনি যুদ্ধক্ষেত্রে এসে রামচন্দ্রকে আদিত্য বা সূর্য্যের স্তোত্র জপ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। বাংলাদেশে প্রচলিত মহাভারতেও আছে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন মাদুর্গার স্তব করেছিলেন এবং যুদ্ধজয়ের বরও লাভ করেছিলেন। বাঙালীদের মধ্যে শক্তি আরাধনার প্রাধান্যের ফলে রামায়ন আর মহাভারতে ঐ কাহিনীগুলো পরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে বলে অনেকের ধারনা।

সে যাই হোক শিবানী মামাকে দুচারটে ধর্মগ্রন্থের পাতা ওলটাতে দেখেছে। তাই দেশ থেকে ফোনে সঙ্গেসঙ্গে এই প্রশ্নের উত্তর যোগাড় করা যাবে কি যাবেনা এই সব ভাবতে ভাবতে মামাকে একবার বাজিয়ে দেখছে বলে মনে হল আমার। তবে রামায়ন মহাভারতের যুগের সামান্য কয়েকটা নাম ছাড়া অধিকাংশই এযুগে অচল আর সেই সব নাম ঐ বইগুলো একবার কেন কয়েকবার পড়লেও মনে থাকবে তেমন স্মৃতিধর আমি নই। তবে রবীন্দ্রনাথের ' কাব্যে উপেক্ষিতা ' রচনাটিতে লক্ষ্মনের বৌ উর্মিলার পরে মানুষের সহানুভূতির কথা যখন জেনেছিলাম তখন মনে হয়েছিল যে ভরত ও শত্রুঘ্নের বৌদুটিও তো কম উপেক্ষিতা নয়, আর তাই ভেবেছিলাম বলেই সেই অনেক কাল আগে ঐ দুজনের নামের সন্ধানও করেছিলাম। শিবানীর প্রশ্নের উত্তর ভাবতে গিয়ে দেখলাম যে কয়েকটা নাম এযুগে অনেকের কাছে উদ্ভট লাগলেও কেন জানিনা এখনো মনে রয়ে গিয়েছে।

শিবানীকে বললাম যে জনকরাজা কুড়িয়ে পাওয়া সীতার সঙ্গে রামের বিয়ের যেমন ব্যবস্থা করেছিলেন তেমনি করেছিলেন লক্ষ্মনের সঙ্গে তাঁর নিজের মেয়ে উর্মিলার আর জনকের আপন ভাই কুশধ্বজের দুই মেয়ে মান্ডবী আর শ্রুতকীর্ত্তির সঙ্গে ভরত আর শত্রুঘ্নের। জনকের ভাই কুশধ্বজের নামটাও দেখলাম মনে রয়েছে তাই সেটাও বিশেষ করে বলে দিলাম যাতে শিবানীর বন্ধু জনককেই চার ভাইয়ের শ্বশুর বলে চালিয়ে না দেয়। বাহুল্য মনে করে ওকে আর বললাম না যে জনকের আসল নাম কিন্তু জনক নয়, জনক মিথিলার রাজাদের কৌলিক উপাধি। প্রথম জনকের সতেরো পুরুষ পরে এঁর জন্ম হয়েছিল। বাবা হ্রস্বরোমা নাম রেখেছিলেন সীরধ্বজ। সীর মানে হল লাঙ্গল। লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করতে গিয়ে ইনি মাটির মধ্যে সীতাকে পেয়েছিলেন একথা অনেকেরই জানা। শিবানী খুশী হয়ে

ফোনটা ছাড়তেই মনে হল যে আমি আধখানা সন্দেশ উপেক্ষা করিনি কিন্তু বাল্মীকি মুনির লেখনী উর্মিলা আর ঐ দুই রাজপুত্রবধূদের আরো অনেকের সঙ্গে উপেক্ষা করেছে। শুধু তাই নয়, সীতাকে না হয় জমিতে হাল দিতে গিয়ে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন জনকরাজা তাই সীতার মা বাবার পরিচয় দেবার প্রশ্ন এড়িয়ে গেলে কিছু বলার নেই কিন্তু উর্মিলার মা তো জনকের স্ত্রী, তার নামটাও উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করলেন না বাল্মীকিমুনি।

কেন করেননি সে কথা ভাবতে গিয়ে মনে হল যে মুনি এদের সবাইকে নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করলে সপ্তকান্ড রামায়ণে আরো অনেক কান্ড জুড়তে হত। তিনি তাঁর মহাকাব্যে রামের সঙ্গে অন্য যাদের কথা বলেছেন তারা সবাই রামলীলার সহায়ক, রামের জীবননাট্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তবে লক্ষ্মণের মত অতখানি না হলেও রামায়ণে ভরত আর শত্রুঘ্নের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে সেইজন্যে হয়তো তাদের বিয়ের কথা আর বৌদের নামদুটো জানিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন মুনি। রামই লক্ষ্য বা অয়ন বলে যেমন এই গ্রন্থের নাম রামায়ন, তেমনি এই কাব্যের নায়কও রাম, তাই যথাসম্ভব বাহুল্য বর্জন করেছেন বলে মুনিকে বোধহয় দোষারোপ করা যায়না।

এই পর্যন্ত ভাবার পর হঠাৎ মনে হল যে স্মৃতিশক্তি'র পরে অতখানি ভরসা করে নাম দুটো ঝট্ করে শিবানীকে বলে দেওয়াটা বোধহয় ঠিক হয়নি। রাজশেখর বসুর বাল্মীকি রামায়নের সারানুবাদ তো বাড়ীতে রয়েছে সেখানা খুলে দেখেও তো বলা যেত। যাই হোক ঠিক বলেছি কিনা জানার জন্যে সন্দেশমাখা হাত ধুয়ে তাক থেকে বইখানা নামিয়ে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে যেই তুলে রাখতে যাচ্ছি ফোনটা আবার বেজে উঠল। হ্যালো বলতেই ঝড়ের বেগে আবার শিবানীর গলা, ওর বন্ধুকে এখন চার ভাইয়ের ছেলেপুলের খবর দিতে হবে। ওকে বললাম রামের দুছেলে, বড়ো হল কুশ আর ছোটর নাম লব। ঐ নামদুটো মনে আছে ওদের জন্মানোর পেছনের করুণ কাহিনীর, আর বিশেষ করে ওদের দিয়ে বাল্মীকি মুনির রামায়ণ গান করানোর জন্যে। অন্য তিন ভাইয়েরও দুটো করে ছেলে হয়েছিল মনে পড়ে, তবে মেয়ে হয়নি কারো। একমিনিট ফোনটা ধরে থাকলে বই দেখে তাদের নামগুলো বলেও দিতে পারি বললাম শিবানীকে। ও রাজী হলে বই দেখে বলে দিলাম যে লক্ষ্মণের ছেলেদের নাম ছিল অঙ্গদ আর চিত্রকেতু, ভরতের ছেলেরা হল তক্ষ আর পুষ্কল, শত্রুঘ্নের দু ছেলে হল সুবাহু আর শত্রুঘাতী। চার ভাইয়ের আট ছেলেদের আটটি রাজ্যের রাজা করা হয়েছিল। বংশতালিকা এখানেই শেষ হয়েছে রামায়ণে, পরবর্তীকালে এই বংশের বিবরন আর কেউ লিখে গেছেন কিনা আমার জানা নেই। বাঁচালে তুমি মামা এই বলে শিবানী ফোনটা ছেড়ে দিলে আমার মনে হল যে রামায়ণে বাল্মীকি মুনি শ্রীরামচন্দ্রের দুছেলে কুশ আর লব ছাড়া তাঁর ভাইপোদের কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দেননি। তাদের মায়েদের মত তারাও উপেক্ষিত, ঐ ড্রেনের জলে না ধুয়ে দেওয়া আমার সন্দেশের চাঁচির মত নয়।

সন্দেশ গোল করে পাকিয়ে দেওয়া আমার কাজ, তাতে হাত লাগালাম আবার তবে নামের চিন্তা ছাড়ল না, উল্টে রামায়ণ ছেড়ে মহাভারতের দিকে ঝুঁকল। রামায়ণের মত মহাভারতে একজন নায়ক নেই। বেশি পেছনে না গেলেও ভরতবংশের মহারাজ শান্তনুকে প্রথমদিকে মনে পড়বেই। তাঁর স্ত্রী গঙ্গার অষ্টম সন্তান দেবব্রত যখন যুবক সেই পরিনত বয়েসে জেলের মেয়ে সত্যবতীকে দেখে শান্তনুর মাথা ঘুরেছিল। তবে ঐ মেয়ে আসলে জেলের নিজের মেয়ে ছিলনা। জালে একটা বড়ো মাছ ধরা পড়েছিল সেটার পেটেই এ মেয়েকে পাওয়া গিয়েছিল। শান্তনুর নজরে পড়ার আগে পরাশর মুনির দুর্বলতায় এই মেয়ের গর্ভে মহাভারতের রচয়িতা ব্যাসমুনির জন্ম হয়। মানতেই হবে যে এই সত্যবতীর জন্যেই কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ ঘটেছিল আর তাইতো মহাভারত ইত্যাদি নানা অমূল্য গ্রন্থ রচনা হতে পারল। যাই হোক মহারাজ শান্তনুর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সেই জেলেও এক মোক্ষম চাল চেলেছিল। শান্তনু সত্যবতীকে বিয়ে করতে পারবেন এই সর্তে যে তাঁর অবর্তমানে দেবব্রত রাজা তো হতে পারবেনই না দেবব্রতর বংশধরদেরও রাজ্যের পরে কোন দাবী থাকবে না। এমন যে জেলে তাঁর নাম উল্লেখ করেননি ব্যাসমুনি, পরিচয় দিয়েছেন শুধু দাসরাজ বলে। অবশ্য মূল মহাভারত কিছু আছে কিনা তা নিয়ে গবেষণা অনেক হয়েছে কিন্তু এই জেলের নাম নিয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছোন সম্ভব হয়নি। তবে সেই গবেষণার ফলে-দেখা গেছে যে দক্ষিণ ভারতে প্রাচিন মহাভারতের যে অনুলিপি পাওয়া যায় তাতে এই জেলের নাম দেওয়া আছে এবং সেই নামটি হল উচ্চৈশ্রবস্। যাই হোক এই জেলের জন্যেই দেবব্রত রাজ্যের অধিকার ত্যাগ করলেন, প্রতিজ্ঞা করলেন অকৃতদার হয়ে জীবন কাটাবেন। সেই কঠোর বা ভীষন প্রতিজ্ঞার ফলে তিনি ভীষ্ম নামে পরিচিত হলেন। আর এই সত্যবতীর দুই পৌত্র হয়ে জন্ম হল ধৃতরাষ্ট্র আর পান্ডুর, যাদের ছেলেদের কৌরব ও পান্ডব (অবশ্য এদের সবাইকেই কৌরব বা কুরুবংশধর বলা যায় কারন মহরাজ কুরু যার নামে কুরুক্ষেত্র নামটা হয়েছে তিনি ছিলেন শান্তনুর পূর্বপুরুষ) নামে মহাভারতে পরিচয় দেওয়া হয়েছে আর যাদের গৃহবিবাদের পরিনতি হল কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ। এখানে উল্লেখযোগ্য যে সত্যবতীর কুমারী অবস্থার পুত্র ব্যাসদেব সত্যবতীর বিবাহিত জীবনের পৌত্রদের জন্মদাতা।

সীতাহরণের মূল্য রাবনকে দিতে হয়েছিল সবংশে নির্বংশ হয়ে। তেমনি কুরুকুল ধ্বংসের প্রধান একটি কারন হল ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় পান্ডবমহিষী দ্রৌপদীর বস্ত্রহরন। দ্রৌপদীর গর্ভে পাঁচ স্বামীর পাঁচটি ছেলে হয়েছিল। আবার

কখনো যদি কারো ঐ ছেলেদের নাম জানার দরকার হয় তাই সন্দেশ পাকাতে পাকাতে মহাভারতের পাতা ওল্টাতে লেগে গেলাম। যুধিষ্ঠিরের ছেলের নাম প্রতিবিন্ধ্য, ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেবের ছেলেদের নাম পাওয়া গেল সুতসোম, শ্রুতকীর্ত্তি, শতানীক আর শ্রুতকর্মা। এই পাঁচ ছেলেরা কে কখন জন্মেছিল জানা যায়না তবে তারা পাণ্ডবদের বনবাসে যাবার আগে জন্মেছিল কারন বনবাসের সময় তারা অর্জুনের আর এক স্ত্রী সুভদ্রার বৈমাত্র ভাই কৃষ্ণ আর বলরামের তত্ত্বাবধানে দ্বারকায় ক্ষত্রিয় সন্তানদের মত শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে বড়ো হয়েছিল মহাভারতে সে বিবরন পাওয়া যায়। সুভদ্রার ছেলে অভিমন্যুর মত তাদের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়না তবে যুদ্ধক্ষেত্রে মাঝেমাঝে তারাও যে যুদ্ধ করেছিল সেকথা জানা যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষে রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করেছিলেন কুরুপাণ্ডবদের অস্ত্রগুরু দ্রোণচার্য্যের ছেলে অশ্বত্থামা। এই ঘটনা না ঘটলে দ্রোণাচার্য্যের প্রিয়শিষ্য অর্জুনের সঙ্গে প্রিয় ও একমাত্র পুত্র অশ্বত্থামার নাটকীয় যুদ্ধ ঘটত না।

নাটকীয় মনে করার কারন হল যে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে অশ্বত্থামা ব্রহ্মশির অস্ত্র দিয়ে অর্জুন ও সুভদ্রার সদ্যবিধবা পুত্রবধুর গর্ভনাশ করতে চেয়েছিলেন আর পাণ্ডবরা তাকে সেই সুযোগ দিতে বাধ্যও হয়েছিলেন। তবে শ্রীকৃষ্ণের দৈবী মায়ায় গর্ভস্থ সেই সন্তান রক্ষা পায়। সেই ছেলের নাম রাখা হয়েছিল পরীক্ষিত। মহাভারতের এইখানে মনে হয় যে দ্রৌপদীর পাঁচ ছেলের হত্যার পর ঐ পরীক্ষিতই পাণ্ডবদের বংশপ্রদীপ একমাত্র পৌত্র ও রাজ্যের উত্তরাধিকারী। অর্জুনের আর এক বৌ চিত্রাঙ্গদার ছেলে বব্রুবাহন পাণ্ডববংশধর হিসেবে মর্য্যাদা পেলনা কারন চিত্রাঙ্গদা মনিপুররাজের একমাত্র সন্তান আর অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে এই সর্তে বিয়ে করেছিলেন যে তাদের ছেলে হলে সে ঐ রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে। সেযুগে ছেলে না থেকে মেয়ে থাকলে মেয়ের ছেলেকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করা যেত।

তবে অর্জুনের যেমন সুভদ্রা, চিত্রাঙ্গদা (উলুপী নামে এক নাগকন্যার কথাও পাওয়া যায়) তেমনি অন্য চারজন পাণ্ডবদের আরো চারটি বৌয়ের কথা যদি মুনি না বলতেন তাহলে বা হয়তো এই উত্তরাধিকারিত্বের প্রশ্নের গুরুত্ব খানিকটা এড়িয়ে যাওয়া যেত। যুধিষ্ঠিরকে কোন এক সময় গোবাসন নামে এক রাজার মেয়ে দেবিকা স্বয়ংবরে বরমাল্য দিয়েছিলেন। তাঁদের যৌধেয় নামে একটি ছেলেও হয়েছিল। তেমনি ভীমের সঙ্গে কাশীর রাজকন্যা বলন্ধরার বিয়ে হয়েছিল, তাঁদের ছেলের নাম ছিল সর্বগ। তাছাড়া হিড়িম্বা রাক্ষসীর গর্ভে ভীমের ঘটোৎকচ নামে মহাবলী একটি ছেলের পরিচয় বিশদভাবেই দিয়েছেন ব্যাসমুনি। নকুলের অন্য বৌ করেণুমতীর ছেলের নাম ছিল নিরমিত্র। আর সহদেব মদ্ররাজকন্যা বিজয়াকে স্বয়ংবরে লাভ করেছিলেন, তাঁদের ছেলের নাম সুহোত্র।রামায়নের রামলক্ষনের মত এদের মধ্যে কারও মেয়ে ছিলনা। ধৃতরাষ্ট্রের একশো ছেলের সঙ্গে দুঃশলা নামে একটা মেয়ে হয়েছিল, মহাভারত খুঁজলে ঐ একশো ছেলের নাম পাওয়া যাবে কিন্তু দুর্য্যোধন ছাড়া আর কারো পরিবারের খবর পাওয়া যায়না। বলা যায় যে এ বিষয়ে ব্যাসমুনি পাণ্ডবদের ওপরে পক্ষপাতিত্ব করে থাকবেন। তবে পাণ্ডবদের এই সব ছেলেদের সম্বন্ধে, বিশেষ করে তাদের ছেলেমেয়ে ছিল কিনা সে খবর দেবার আর প্রয়োজন বোধ করেননি ব্যাসমুনি।

নামের চিন্তা অতঃপর মহাভারতের কর্নকে নিয়ে জুড়ে বসল। ছেলেবেলায় আরো অনেকের মত কাশীরাম দাশের লেখা মহাভারত প্রথম পড়েছিলাম ও তা থেকে জেনেছিলাম যে কর্নের জন্ম কুমারী অবস্থায় কুন্তীর কান দিয়ে হয় আর সেইজন্যে ছেলের নাম কর্ন হয়েছিল। এ সব নিয়ে বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন অবান্তর, মহাভারতের বর্ননা অনুযায়ী সেকালে মানুষের জন্ম নানাভাবে হত এমনকি মানুষের মা যে থাকবেই এবং থাকলে যে তাকে মানুষ হতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতাও কিছু ছিল না। কুরুপাণ্ডবদের অস্ত্রগুরু কৃপাচার্য্য ও দ্রোনাচার্য্যের জন্মও সে দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে যে সীতা আর সত্যবতীর জন্যে রামায়ন আর মহাভারতের সৃষ্টি তাদের দুজনের জন্মের বিবরনই এখনকার দৃষ্টি দিয়ে দেখলে রূপকথার মত মনে হবে। তাহলেও এই সব জন্মের কাহিনী সেই বয়সে তো নয়ই অনেক পরেও আমার মনে কোন কুটতর্কের প্রশ্ন তোলেনি।

এখনও যে তুলেছে তা ঠিক নয় তবে এই কর্ন নামটা নিয়ে একটু খটকা লাগছে বহুদিন থেকে। তার কারন হল যে কুন্তী তো ছেলের নামকরন করেননি, করে থাকলেও তিনি তো ছেলের জন্মের সঙ্গেসঙ্গেই লোকলজ্জার ভয়ে তাকে হাঁড়িতে ভরে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। অধিরথ নামে যে সূত সেই হাঁড়ি তুলে এনেছিলেন তিনি তো ছেলের জন্মবৃত্তান্ত কিছুই জানতেন না। তিনি ও তাঁর স্ত্রী রাধা ঐ ছেলের নাম রেখেছিলেন বসুষেন আর নিজের ছেলের মতই পালন করেছিলেন। কিন্তু মহাভারতে ঐ নামের বদলে প্রায় গোড়া থেকেই কর্ন নামের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় অথচ তাঁর কর্ন নাম হবার পেছনে যে কাহিনী রয়েছে সে তো হয়েছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় যখন দেবরাজ ইন্দ্র যিনি কুন্তীর গর্ভে অর্জুনের জন্ম দিয়েছিলেন তিনি ব্রাহ্মনের ছদ্মবেশে এসে দাতাকর্নের কাছে তার কবচ আর কুণ্ডল ভিক্ষা চেয়েছিলেন। এদুটি নিয়েই নাকি কর্নের জন্ম হয়েছিল আর এদুটি দেহে থাকলে যুদ্ধে নাকি তাঁর প্রানহানি হত না। সব জেনেও তিনি দেহ থেকে কবচ খুলে দিয়েছিলেন, দিয়েছিলেন কুণ্ডলটিও তবে সেটি দেবার জন্যে তাঁকে কান কাটতে হয়েছিল। সেই কান কেটে কুণ্ডল দান করেছিলেন বলে নাকি তাঁর ঐ কর্ন নাম।

চিন্তার মোড় অন্যদিকে ঘোরার আগে ফোনটা বেজে উঠল। আবার শিবানীর কিছু জানতে বাকি থেকে গেছে বোধহয় এই ভেবে রিসিভারটা কানে ঠেকিয়ে হ্যালো বলতেই অশোকের গলা শুনতে পেলাম, এই যে দাদা কেমন আছেন, অনেকদিন কথা হয়নি, কি করছিলেন ছুটির সকালে ?

সন্দেশ খাচ্ছিলাম সেটা চেপে গিয়ে বললাম, আমার এক ভাগনি আজ সকালে ফোন করে রামায়ণের ভরত আর শত্রুঘ্নের বৌদের নাম জানতে চাইল তারপর থেকে নানারকম সব নামের কথা মাথায় আসছে। তোমার ফোনটা যখন এল সেই মুহূর্তে ভাবছিলাম যে মহাভারত বলে আমরা যা পড়ি সেটি কে কবে কোথায় লিখেছিলেন তা আমরা জানিনা, হয়তো কোনদিনই জানতে পারব না। তবে লেখকের নাম জেনে কিই বা হবে, তার পরিচয় তো নাম দিয়ে নয়, তার পরিচয় তার লেখায়। অশোক বলে উঠল, সে কি দাদা, আমরা তো জানি মহাভারত ব্যাসমুনির রচনা, আপনি কি বলছেন যে তা সত্যি নয় ?

বললাম ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, মনে হয় যে ব্যাসমুনি মহাভারতের লেখক হলেও আমরা মহাভারত বলে যা পড়ি তা হল ঐ গ্রন্থ অবলম্বন করে ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়নের অভিমন্যুর নাতি মহারাজ জন্মেজয়ের সভায় তার পূর্বপুরুষদের কাহিনীর বিবৃতি। ঠিক তাও নয়, সেই সভায় সূত লোমহর্ষণের ছেলে উগ্রশ্রবা নামে এক শ্রোতা ছিলেন । সূতজাতির দুটি প্রধান বৃত্তির কথা জানা যায়, একটি হল রথ চালানো আর একটি হল কথকতা। কথকতায় উগ্রশ্রবার সুনাম ছিল, মুনি ঋষিরা এঁকে বেশ শ্রদ্ধা করতেন। সূতমুনি বলে পরিচিত ইনিই পরে নৈমিষারণ্যে শৌনক ও অন্যান্য মুনিদের মহাভারতের কাহিনী শুনিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সেই মুনিদের আসরের কেউ এই কাহিনীর যে লিখিত রূপ দিয়েছিলেন তাই আমরা মহাভারত বলে জানি। তিনি অপ্রাসঙ্গিক বোধে নিজের নাম জানানোর প্রয়োজন বোধ করেননি। অশোক বলল, এভাবে তো কখনো ভাবিনি।

ওকে বললাম তোমার ফোন আসার ঠিক আগে মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রদের নাম নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে মনে হয়েছিল যে কর্ণকে গোড়া থেকেই কর্ণ নামেই মহাভারতে উল্লেখ করা হয়েছে অথচ ঐ নামটি তিনি অনেক পরে অর্জন করেছেন। মনে হয় যে মহাভারতের এই সব বক্তারা মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রদের কথা বলতে গিয়ে যিনি যে নামে বিশেষভাবে খ্যাত হয়েছিলেন গোড়া থেকেই তার সেই নাম ব্যবহার করেছিলেন। আমার আশ্চর্য্য বোধ হয় এই ভেবে যে কোন বাবামা ছেলেপিলেদের নাম দুর্য্যোধন, দুঃশাসন রাখে। হয়তো সেকালে নাম চরিত্র অনুযায়ী রাখারই রেওয়াজ ছিল, কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখা বোধহয় একালের রীতি।

হঠাৎ মনে হল অশোক অন্য কোন প্রয়োজনে ফোন করেনি তো ? সেকথা জিজ্ঞেস করতেই, না মানে এই, বলে একটু কেশে গলা পরিস্কার করে বলল, দাদা, আগামী মাসে অভিমন্যুর চার বছর বয়েস হবে, সেই উপলক্ষে তিন সপ্তাহ পরের শনিবারে আপনাদের ও আর কয়েকজনকে দুপুর বারোটা নাগাদ আসতে বলছি, একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া গল্প ইত্যাদি করা যাবে। ও গল্প শব্দটার সঙ্গে গুজব কথাটা জুড়লনা লক্ষ্য করে বললাম, দাঁড়াও তোমার বৌদিকে ডাকি, আমার আবার এসব ঠিকমত খেয়াল থাকেনা। ও বলল, না না, সীমা পরে বৌদির সঙ্গে কথা বলবে। আর দাদা, আপনার মুখে রামায়ন মহাভারতের নামের কথা শুনতে শুনতে মনে পড়ল অভিমন্যু নামটা আমার বাবা রেখেছিলেন, সপ্ত মহারথী মিলে অভিমন্যুকে মেরেছিল তা সত্ত্বেও বাবার ঐ নামটা কেন পছন্দ হয়েছিল জানা হয়নি।

বললাম, নাতির জীবনের অভিজ্ঞতা অভিমন্যুর মত হবে এই ভেবে তিনি নিশ্চয়ই ঐ নামটা রাখেননি। আমার মনে হয় নামের অর্থটা ওঁর ভালো লেগে থাকবে। ও বলল, ঐ নামটার মানে আছে নাকি ? বললাম, প্রাচীনকালে সব নামেরই অর্থ থাকত বলে শুনেছি। অভিমন্যুর অর্থ হল নির্ভীক আর ক্রোধী, এক্ষেত্রে ক্রোধ অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলে বুঝতে হবে। শুনে অশোক আরো বলল, বাবা নিজের মনে বিড়বিড় করে প্রায়ই বিষাসহি বিষাসহি বলতেন, হয়তো কোন মন্ত্র হবে কিন্তু ঐ সঙ্গে আর কিছু বলতেন না। ওটার বিষয়ে কিছু জানেন কি ? বললাম এই ধরনের পরীক্ষায় পাশ করার মত বিদ্যে আমার নেই তবে ঐ শব্দটার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল বৃহদারণ্যক উপনিষদের পাতা ওলটাতে গিয়ে। অদ্ভুৎ লেগেছিল শব্দটা, তাই মনে আছে। সংক্ষেপে বলি ওর সরাসরি অর্থ হল আগুন। অগ্নিদেবতার অনেক গুনের মধ্যে দুটোকে নিয়ে এই শব্দটা। ওঁকে যাই দেওয়া যাক উনি তা ধ্বংস করে সহ্য করেন। মান অপমান নিন্দা স্তুতি যাকে বিচলিত করেনা এই শব্দটা তার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায়। আগুনের অন্যান্য গুনবর্ননা করে আরো নানারকম নাম আছে, যেমন ধর পবিত্র করেন বলে পাবক, দাবানল লাগার পর বনের মধ্যে কালো রাস্তা তৈরি হয়ে যায় বলে কৃষ্ণবর্ত্ম, দেবতাদের উদ্দেশ্যে যে হবি আহূতি দেওয়া হয় তা তিনি যথাস্থানে পৌঁছে দেন বলে তাঁর আর এক নাম হব্যবাহন, এইরকম আরো আছে। যাই হোক, অনেক কথা হল আজ, আবার এদিকে তোমার বৌদি বাজারে যাবে বলে তৈরি হয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। ফোনটা নামিয়ে রেখে হাত ধুয়ে আজ সকালে শিবানীর কথার পিঠেপিঠে যে চিন্তার স্রোতের সুরু হয়েছিল আর যেখানে এসে শেষ হল সেই রোমন্থন করতে করতে দোকানের পথে রওনা হলাম।

মনিমা

রেখা মিত্র

আমার বড়োপিসিমার কাছে শোনা ওঁর বন্ধু লক্ষ্মীমনির কাহিনী বলছি। সে প্রায় আশি নব্বুই বছর আগের ঘটনা।

একই গ্রামের অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে অবনীভূষন ঘোষ আর আমার দাদু নরেন্দ্রনাথ দাস। অবনীবাবুর বাবা কলকাতায় ছেলের থাকার জন্যে মস্ত বড়ো বাড়ী করে দেন। উনি ইংরেজ সরকারের কালেক্টরের অফিসে হিসেবনিকেশের কাজ করতেন। আমার দাদু দোকান দিয়েছিলেন কাপড়ের, পরে খুব বাড় বাড়ন্ত হয়ে বিরাট ব্যবসা হয়। প্রথম ব্যবসা করার সময় দাদু একলা অবনীবাবুর বাড়ীর একটা ঘরে থাকতেন, ওদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করতেন। বছর পাঁচেক ঐভাবে কাটার পর বাসাভাড়া নিতে চাইলে অবনীবাবু নিজের বিরাট বাড়ীকে দুভাগ করে দাদুকে একভাগে সামান্য ভাড়ায় থাকতে বললেন। দুই বন্ধু ভাইয়ের মত ছিলেন, অবস্থা ফিরলেও ঐ বাড়ী ছেড়ে অন্য বাড়ী কিনতেও দেননি অবনীবাবু আমার দাদুকে।

অবনীবাবুর স্ত্রী স্নেহলতার অনেক ছেলেমেয়ে নষ্ট হয়ে শেষে এক মেয়ে বাঁচে। তার নাম দিল লক্ষ্মীমনি, আমার বড়োপিসি গঙ্গামনির সমবয়সী। আমার দাদুর দুই ছেলে কানাই আর বলাই, দুই মেয়ে গঙ্গামনি আর যমুনারানী। অবনীবাবুর স্ত্রীর ভাইবোন না থাকায় বাবা গত হলে মা মেয়ের কাছে এসে আশ্রয় নেন। লক্ষ্মীমনির দিদিমার কাছে কানাই বলাই গঙ্গা যমুনা একই নাতিনাতনির আদর পেতো। দুবাড়ীর মধ্যে অবাধ যাওয়াআসা চলতো। এইভাবে দুবাড়ীর ছেলেমেয়ে বড়ো হয়েছে, তিন মেয়েরই বিয়ের বয়েস হয়েছে।

নাতনি লক্ষ্মীমনির মনের কথা বুঝে স্নেহলতার মা মেয়ের কাছে প্রস্তাব দিলেন আমার জ্যাঠামনি কানাইয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে। সেই কথা শুনে স্নেহলতা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললেন,

'কি করে এ কথা বলছো ? ভাড়াটের ছেলের সঙ্গে একমাত্র মেয়ের বিয়ে দেবো ? বনেদি বড়ো ঘর, টাকা কড়ি আছে দেখে বিয়ে দেবো মেয়ের।'

দিদিমা নাতনির মনের কথা জানালে ফল আরো খারাপ হল। দুবাড়ীর মধ্যে যাতায়াত বন্ধ হল, স্নেহলতা মেয়েকে ওদিকে যেতে দিতেন না, কানাই বলাই যমুনাদেরও ওদিকে গেলে আগের মত সমাদর জুটতো না, কেমন যেন আড়ো আড়ো ছাড়ো ছাড়ো ভাব। ব্যাপারটা বুঝতে আমার দাদুর একটু সময় লেগেছিল। অন্য জায়গায় বাড়ী দেখে চলে যেতে চাইলেন কিন্তু অবনীবাবু যেতে দিলেন না। তখন সবে বাঙালীরা ডাক্তারি পড়ছেন, আমার জ্যাঠামনি কানাইও ডাক্তার হয়ে বেরোনোর মুখে। অবনীবাবুরও জ্যাঠামনিকে জামাই করার ইচ্ছে ছিল কিন্তু তাঁর কথাও স্ত্রী শোনেননি আর উনিও স্ত্রীর ওপর জোর করতে পারেননি। এই অবস্থার মধ্যে একদিন চান করতে গিয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন, সে জ্ঞান আর ফিরল না। জ্যাঠামনি অনেক চেষ্টা করেছিলেন।

সবার আগে অবনীবাবুর অফিসের একটি ছেলের সঙ্গে আমার বড়োপিসি গঙ্গামনির বিয়ে হয়। শ্বশুররা তিন ভাই, তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে ভরা সংসার। গঙ্গামনি বড়োভাইয়ের মেজোছেলের বৌ হয়েছেন। বিয়ের পর বাড়ী এসে গঙ্গামনি প্রানের সই লক্ষ্মীমনিকে শ্বশুরবাড়ীর কথা সব বলেন। বড়োদের আদর শাসন, ননদ দেওরদের আদর আহ্লাদের গল্প তো আছেই তার সাথে স্বামীর আদর ভালবাসার কথাও বিশেষ করে থাকে। লক্ষ্মীমনিও ভাবেন তাঁর জীবনেও আসবে ঐদিন, তখন তিনিও ঐরকম আনন্দ করে স্বামীর সোহাগের কথা বলবেন।

দেহরাখার আগে কয়েকটা জায়গায় লক্ষ্মীমনির বাবা মেয়ের বিয়ের কথা চালাচ্ছিলেন, কাল অশৌচ না কাটলে তো বিয়ে হবেনা তাই সে সব সম্বন্ধ নাকচ হয়ে গেল। স্নেহলতা ঘটকী লাগিয়ে বড়ো জমিদারের ঘরে মেয়ের বিয়ের ঠিক করলেন। জমিদারবাবুর দুছেলে। পাত্র ছোট, বড়োর বিয়ে হয়েছে আগেই। বাপমরা একমাত্র মেয়ে, যতটা সম্ভব ঘটা করেই বিয়ে হল। আমার দাদু দাঁড়িয়ে থেকে সব কিছু করালেন।

বিয়ের পর অষ্টমঙ্গলায় এসে গঙ্গামনির সঙ্গে অনেক প্রানের কথাই বলে গেলেন লক্ষ্মীমনি, তাঁকে দেখে বেশ খুসীই মনে হল সবার। কয়েকদিন থেকে আবার শ্বশুরবাড়ী চলে গেলেন। শ্বাশুড়ী মারা গেছেন অনেকদিন, তাঁর এক বিধবা সই, স্বামী গত হবার পর থেকে ঐ বাড়ীতে আছেন। লক্ষ্মীমনি তাঁকে সইমা বলেন, তিনিই সংসার ধরে আছেন এখন। শ্বশুরের বয়েস হয়েছে, বেশি হাঁটাচলা করেন না, বাড়ীতেই থাকেন। স্বামী ফনীমোহন শ্বশুরের তেজারতির ব্যবসা দেখেন, তবে বন্ধুবান্ধব নিয়েই বেশি সময় কাটান। জমিদারি দেখাশোনা বড়োভাই করেন।

প্রথম প্রথম বৌয়ের সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করতেন ফনীমোহন। আস্তে আস্তে রূপ পালটালো। প্রায়ই বাইরে থেকে নেশা করে আসতেন, তারপরে ঘরে আলো জ্বেলে বৌয়ের ওপর অত্যাচার করতেন। বৌ লজ্জায় কুঁকড়ে যত শাড়ি জড়াতে যেত ফনীমোহন তত ক্ষেপে গিয়ে শাড়ি টেনে ছিঁড়ে ফেলতেন। বাইরের মেয়েদের মত নাচতে গাইতে বলতেন, আর লক্ষ্মীমনি তা পারতেন না বলে আঁচড় কামড় অত্যাচার চালাতেন, গড়গড়ার কলকের ছঁ্যাকা দিতেন শরীরের নরম জায়গায়। লক্ষ্মীমনি দিনের পর দিন এইরকম অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে একদিন সইমার কাছে কেঁদে সব বললেন। সইমা তো সবই বুঝতে পারতেন, ওঁর সইয়েরও তো এসব দিন গেছে। জলভরা চোখে তিনি বললেন,

'মা, আমার সইও ওর বাবার কাছে এই ব্যবহার পেয়ে গেছে। যখন পারতো না তখন আমাকে ঠেলে দিত স্বামীর কাছে। বিধবা আমি, ভয়ে কুঁকড়ে থাকতাম, আস্তে আস্তে পাপের ভয় চলে গেল, লোকলজ্জাও রইল না। সইকে বাঁচাতে শেষে দুজনে পরামর্শ করে রোজ ওর বাবাকে দুধের সঙ্গে আফিং মিশিয়ে তার নেশা ধরিয়ে দিলাম। নেশা করে শক্তি থাকতোনা বেশি অত্যাচার করার, ঘুমিয়ে পড়তো। এইভাবে সাত বছরের মধ্যে তিন ছেলেমেয়ে হল। শেষেরটি মেয়ে, সেটি হতে গিয়ে মা মেয়ে দুজনেই গত হল। এই কর্তাকে সামলিয়ে দুই ছেলেকে মানুষ করলাম। মরার সময় ওদের মা আমার হাত ধরে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলো আমি যেন ছেলেদের দেখি। বড়োছেলে খুব ভালো হয়েছে, বৌমাকে নিয়ে সুন্দর সংসার করছে, ছেলে হয়েছে একটা। কিন্তু এই ছোট ছেলে যে এরকম হবে তাতো ভাবিনি, একেবারে বাবার স্বভাব পেয়েছে। তোমার কপালে অনেক দুঃখ যদি এই স্বামীর ঘর করতে চাও। তবে যদি তোমার বাপের বাড়ীতে স্থান দেয় আর এমুখো হয়োনা। পালিয়ে একলা বাঁচতে পারবে কিনা ভেবে দেখো। যদি পারবে মনে কর তাহলে ব্যবস্থা করে আমি তোমায় বাপের বাড়ী পাঠাবো। গয়নাগাটি কিছু দেবেনা যদি বুঝতে পারে যে তুমি আর ফিরবে না। আমি গোপনে সিন্দুক থেকে সব বের করে দেবো, তুমি প্যাঁটরার মধ্যে লুকিয়ে রেখো।'

সাতদিন আরো কষ্টভোগ করার পর একদিন সইমার ডানহাত বাড়ীর কাজের লোক মানদা শ্বশুরের কাছে গিয়ে বলল যে বৌমার বাড়ী থেকে খবর এসেছে বৌমার দিদিমার খুব শরীর খারাপ তাই বৌমাকে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শ্বশুরমশাই তো ক্ষেপে গেলেন, 'একটা সহবৎ জানেনা, বৌকে পাঠাবো একটা চিঠি দিয়ে লোক পাঠিয়ে জানাতে পারেনা ? এমনি এমনি নেমন্তন্ন ছাড়া জামাই যাবে বৌকে নিয়ে ?' সইমা কাছেই ছিলেন, বললেন, 'তা কেন ? সহবৎ জানে তবে মায়ের ঐরকম অসুখ, তাতে জামাইকে নেমন্তন্ন করলে যত্নআত্যি করতে পারবে না তাই করেনি। শুধু বৌমাকে এখন পাঠিয়ে দিলেই হয়, বিয়ের পর তিনমাসের ওপর হয়ে গেল, ও নিজে থেকে তো বাপের বাড়ী যাবার কথা বলেনি। বৌমা খুবই শান্ত মেয়ে, এই তো মুখ বুঁজে কাঁদছে, কই, যাবার কথা তো মুখ ফুটে বলেনি'।

শ্বশুর আর স্বামীকে মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে সইমা লক্ষ্মীমনিকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। যাবার আগে বৌমাকে ধরে বললেন, 'সাবধানে থেকো, কোন অবস্থায় আর এমুখো হয়োনা। এখনো পোয়াতি হওনি তাই বেঁচে গেছ, পেটেরটা কি স্বভাব নিয়ে জন্মাতো কে জানে। আজকাল মেয়েরা শুনছি লেখাপড়া শিখছে, দেখ নিজের পায়ে যদি দাঁড়াতে পারো'। সইমাকে প্রণাম করে মানদার সঙ্গে বাড়ীর ফিটনগাড়ী করে লক্ষ্মীমনি বাপের বাড়ী এলেন।

মা তো মেয়েকে দেখে খুশিও বটে কিন্তু অবাকও হলেন - নেমন্তন্ন না করতেই মেয়ে এল। যাই হোক মানদা আর গাড়ীর গাড়োয়ানকে পেটপুরে ভালোমন্দ খাইয়ে বক্‌শিস্ দিয়ে ফিরিয়ে দিলেন। ওরা চলে যেতে লক্ষ্মীমনি দিদিমার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে হাপুস নয়নে শুধু কেঁদে চললেন, সে কান্না আর থামেনা। লক্ষ্মীমনি এসেছেন শুনে আমার ঠাকুমা আর ছোটপিসি গেলেন ওবাড়ী দেখা করতে কিন্তু দেখা হলনা। স্নেহলতা তো বিমূঢ়, মেয়ের কি হয়েছে কিছুই বলছে না, শুধু কাঁদছে। বড়োপিসি গঙ্গাকে খবর দেওয়া হল, লক্ষ্মীমনির তখন পাগলের অবস্থা। রাত হলে বাড়ে - ছোঁবেনা ছোঁবেনা বলে ঘরের এককোনে গিয়ে বসে থাকেন, খাওয়াদাওয়া প্রায় নেই।

জেঠু সব শুনে ওঁর পরিচিত এক ডাক্তার নিয়ে এলেন, তাঁকে দেখে আরো রেগে গিয়ে চীৎকার করে বলতে লাগলেন, বেরিয়ে যাও, আমার গায়ে হাত দেবেনা, ছোঁবেনা। অনেক করে বোঝানো হয় যে উনি ডাক্তার, তোমার কোন ভয় নেই, উনি শুধু পরীক্ষা করে ওষুধ দেবেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়না। বড়োপিসি প্রায় একমাস ধরে নানাকথা বলে ওঁকে বুঝিয়ে একটু একটু খাওয়ানো আর ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করলেন। জেঠু ওষুধের ব্যবস্থা করলেন যাতে উনি একটু শান্ত হয়ে ঘুমোতে পারেন। আস্তে আস্তে সব অত্যাচারের কথা জানা গেল, সারাদেহে আঁচড়ানো কামড়ানো মার আর ছঁ্যাকার ক্ষত দেখে বড়োপিসি দাদার কাছ থেকে মলম নিয়ে নিজের হাতে চান করিয়ে মলম লাগাতেন। এইভাবে একমাস সেবা করে অনেকটা সুস্থ করে তুললেন।

নাতনির ঐ অবস্থা দেখে দিদিমা শয্যা নিলেন। স্নেহলতা শক্ত হয়ে মা আর মেয়ের সাধ্যমত দেখাশুনো করতে লাগলেন। রাতের বিভীষিকা লক্ষ্মীমনির মন থেকে আর যায়না, রাত হলেই ঘরের কোণে কুঁকড়ে বসে থাকেন। নাতনির ঐ অবস্থার মধ্যেই দিদিমা দেহ রাখলেন। তাতে লক্ষ্মীমনির অবস্থা আরো খারাপ হল, জোর কান্নাকাটি সুরু হল আবার।

সময়ে সব কিছুরই পরিবর্তন হয়। আরো ছমাস গেলে লক্ষ্মীমনি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। লক্ষ্মীমনির শ্বশুরবাড়ী থেকে ইতিমধ্যে অনেকবার গাড়ী এসে ফেরৎ গেছে। শেষে বৌকে আর ঘরে নেবেনা, ছেলের আবার বিয়ে দেবে বলে গয়নাগাটি ফেরৎ দিতে বলেছিল। লক্ষ্মীমনি অচল অটল, গয়না ফেরৎ দেবেননা আর ফিরেও যাবেননা বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন। সধবার শাঁখা সিন্দুর লোহা ফেলে দিয়ে কুমারীর বেশ ধরলেন, আস্তে আস্তে পড়াশুনো সুরু করলেন, আমার দাদু ওঁকে দেখিয়ে দিতেন।

বেশ কিছুদিন পরে লক্ষ্মীমনি জেদ ধরলেন উনি নার্স হবেন। তখনকার দিনে নার্সদের তেমন মর্যাদা ছিলনা, এঙ্গলো ইন্ডিয়ানরাই নার্স হত। স্নেহলতা বারন করলে উনি বলেছিলেন, 'মা, একবার তোমার কথা শুনতে গিয়ে আমার জীবন নষ্ট হয়েছে, এবার আর তোমার কথা শুনছিনা, তুমি চিরকাল থাকবেনা, আমাকে আমার জীবন চালাতে দাও'। শেষ পর্য্যন্ত উনি নার্স হয়েছিলেন আর খুব নামও করেছিলেন। আমরা চার ভাইবোন ওঁর হাতেই হয়েছি। শেষের দিকে আমার ঠাকুমা যে কমাস শয্যাশায়ী ছিলেন উনিই দিনরাত জেগে তাঁর সেবা করেছিলেন। ওঁর মা অবশ্য ভোগেননি, বাবার মতই পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়েছিলেন, আর জ্ঞান আসেনি।

এদিকে ছোটপিসি আর বাবার বিয়ে হয়ে গেল, কিন্তু জেঠু কিছুতেই বিয়ে করতে রাজী হলেন না। মায়ের হাতে সংসার দিয়ে আমার ঠাকুমা যখন দেহ রাখলেন আমরা চার ভাইবোন তখন ছোট। আমি সবার বড়ো ছিলাম তাই ঠাকুমাকে একটু একটু মনে আছে।

আমার ঠাকুর্দা অনেকদিন বেঁচে ছিলেন। স্নেহলতা মারা যাবার পর উনি লক্ষ্মীমনির আমাদের সঙ্গেই খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থার কথা বললে লক্ষ্মীমনি রাজী হয়েছিলেন। ওঁর অসুখ ভালো হবার অনেক পরে জেঠু ওঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। শুনেছি সেকালের মানুষ হলেও আমার ঠাকুর্দা এই বিয়ে চেয়েছিলেন। লক্ষ্মীমনি জেঠুকে বলেছিলেন,

'তোমায় প্রথম থেকে ভালোবেসেছি, স্বামী হিসেবে চেয়েছি কিন্তু দৈব বাধা হয়ে দাঁড়াল। বিয়ে মানে আমার সব কিছু তোমাকে দেওয়া, কিন্তু দেহটা তো দিতে পারবোনা, সেটা নোংরা ছেঁড়া ক্ষতবিক্ষত। তুমি আর কাউকে বিয়ে করলে খুশী হতাম, কিন্তু তুমি আমার জন্যেই বিয়ে করলেনা, কেউ তোমাকে বোঝাতে পারেনি। আমি কি এতখানি ত্যাগের যোগ্য ? তবে আমি সব ব্যাপারে তোমার পাশে থাকবো, তুমিও থেকো'।

আমার মাকে লক্ষ্মীমনি সব কিছু থেকে আগলিয়ে রেখেছিলেন। নিজের কাজের ফাঁকে এটা ওটা রান্না করে সকলকে খাওয়াতেন। আমরা ওঁকে মনিমা বলে ডাকতাম। দেহ রাখার আগে দাদু প্রায় তিন মাস বিছানায় পড়েছিলেন, তখন উনিই তাঁর সেবা করেন। আমি নিজেই দেখেছি তাঁর সেই সেবায় কি আন্তরিকতা। বড়োপিসি ছোটপিসি মাঝেমাঝে আসতেন, দাদাদিদিদের নিয়ে আমরা জেঠুকে ধরতাম এটা খাব ওটা খাব, এখানে যাব ওখানে যাব। সব ব্যবস্থা মনিমা করে দিতেন।.বড়ো আনন্দে আমাদের সেই দিনগুলো কেটেছে। তারপরে আমার বিয়ে হয়ে গেছে, প্রথম ছেলেও হয়েছে মনিমার কাছে। মাঝেমাঝে মায়ের কাছে আসি।

এবার এসেছি জেঠুর শরীর খারাপের খবর পেয়ে। জেঠু বুঝতে পেরেছিলেন ওঁর সময় ফুরিয়ে এসেছে। সেই আর একবার দেখলাম মনিমার সেবা। খুব প্রয়োজন না হলে জেঠুর বিছানার পাশ থেকে উঠতেন না। ষোলোরো দিন অক্লান্ত সেবা করলেন - আমরা কেউ কাছে ছিলাম না। মনিমার হাতে জল খেয়ে ওঁর কোলে জেঠু শেষ নিশ্বাস ছাড়লেন। গঙ্গাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন মনিমা। মনের মত করে সাজিয়ে দিলেন জেঠুকে। কাঁদতে কাঁদতে গঙ্গাকে বললেন,

'আজ আমি বিধবা হলাম, লোকলজ্জার ভয়ে কি আমি সে বেশ ধারন করতে পারবো না ? আমি কি এই কুমারী বেশেই থাকবো ?'

হলুদ রুমাল

সুস্মিতা মহলানবীশ

দরজাটা বন্ধ, ভেতরে ঢুকে সুনীল বিছানায় গিয়ে রেবার পাশে বসল, রেবার হাত থেকে তুলে নিল তার চিরসঙ্গী হলুদ রুমাল আর আস্তে আস্তে রেবার চোখের জল সেই রুমাল দিয়ে মুছে দিল। রেবার মাথাটা সুনীল নিজের বুকে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল - সব ঠিক হয়ে যাবে রেবা, তুমি শুধুশুধু মন খারাপ করোনা, সুমন ছেলেমানুষ, সে কি এতসব বোঝে ?

রেবার চোখের জল সমানে ঝরে যাচ্ছে, আজ সে সত্যি আহত। নিজের বারো বছরের ছেলে তাকে খুব আঘাত দিয়েছে। যে ছেলেকে সে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসে সে আজ তাকেই বলে কিনা, - মা, তোমার জন্যে আমার লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে হয়, কোথাও মুখ দেখাতে পারিনা ।

রেবা সুনীলকে জড়িয়ে ধরে বলল - নীল, সুমু আমাকে এখনই এই কথা বলে, সে আঠারো বছরের যুবক হলে না জানি কি বলবে। সুনীল রেবার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সান্ত্বনার সুরে বলতে লাগল - রেবা, তুমি জান সুমু কত ছোট ছেলে, ওকে আমি বুঝিয়ে বলছি, ও তোমাকে আর কখনো দুঃখ দেবেনা।

হলুদ রুমালটা যে রেবার জীবনে কত বড়ো মূল্যবান সম্পদ সেটা শুধু সুনীলই বুঝতে পারে। কলেজ পড়াকালীন রেবার নাচগান হৈচৈ অন্য সব ছেলেমেয়ে বন্ধুবান্ধবদের আকর্ষণ বা ঈর্ষার কারণ ছিল। দেবেশ, অর্ঘ্য, সবাইকে টেক্কা দিয়ে সুনীলই রেবার মনটা জয় করতে পেরেছিল। বিয়ের আগে রেবা সুনীলের সাথে একটাই চুক্তি করেছিল, রেবার প্রিয় হলুদ রুমালটা তার চিরসঙ্গী হয়ে থাকবে, এই রুমাল ছিঁড়ে গেলেও সে ফেলবেনা। বন্ধুবান্ধব সবাই এই রুমালটা নিয়ে তাকে খেপাতে চায়, রেবা শুধু হা হা করে হেসে বলে - ও ঠিক আছে তোরা কিছু মনে করিস না।

বেশ বড়ো ন্যাপকিনের সাইজের রুমাল, যেখানে সেখানে মাঝেমাঝেই হলুদ সুতোর সেলাই। এ একটা নতুন ডিজাইন, প্রায়ই নতুন নতুন রিপু করতে হয়। রুমালের বয়েসটা তো আর কম নয়, ৪৫ বছর। রেবা জানে তার মা বি.এ পরীক্ষার পর ঘরে বসে পরীক্ষার ফল বেরোনোর আগে অনেক টুকিটাকি সেলাই, হাতের কাজ ইত্যাদি করে সময় কাটিয়েছিলেন। মা তাকে বলেছিলেন রেবার ছেলেবেলায় ঐ হলুদ রুমালটা দিয়ে তার গা ঢেকে তাকে ঘুম পাড়াতেন। একটু বড়ো হতেই রেবা আবিষ্কার করল যে ঐ রুমালটা ছাড়া তার ঘুম হয়না। এক বছর বয়েসে হাঁটতে শেখার সঙ্গেসঙ্গে ঐ হলুদ রুমালটা নিয়ে সে এঘর ওঘর সর্বত্র ঘুরঘুর করত। পরবর্তীকালে স্কুলে কলেজে কখনো লাঞ্চব্যাগে, কখনো হাতব্যাগে ঐ রুমালটা তার চিরসঙ্গী হয়ে ঘুরেছে।

প্রতিদিন সে বাড়ী ফিরে একটু জেনটিল দিয়ে ঐ জাপানী সিল্কের রুমালটা নিজের হাতে ধুয়ে দিত। আজও সে ঐ রুমাল ধুয়ে যাচ্ছে আর সমানে সঙ্গে করে নিয়ে চলেছে।

বারো বছরের ছেলে সুমন ইংরেজী স্কুল পড়ে। সে তার স্কুল থেকে আঁকার প্রতিযোগিতায় দিল্লী যাচ্ছে। কিছু হলেই প্রিন্সিপাল মা বাবাকে ইন্টারভিউর জন্যে ডাকেন, আজও ডেকেছিলেন। রেবা নিজে কলেজে পড়ায়, ছুটি নিয়ে তাকে আজ সুমনের স্কুলে যেতে হয়েছিল।

সুমন লক্ষ্য করেছিল মা তার পুরোনো তস্য পুরোনো হলুদ রুমালটা বাদ দিয়ে যায়নি। প্রিন্সিপাল ও অন্যান্য টীচারদের সঙ্গে কথা বলার সময় মা ঐ রুমালটা বের করে বারবার তার মুখ মুছছিল। ঐ রুমালটা দেখেদেখে সুমনের ঘেন্না ধরে গেছে। সে মাকে জিজ্ঞেস করেছিল ওটাকে মা কেন ব্লাউজের বা ব্যাগের ভেতর ঢুকিয়ে রাখল না। লজ্জায় তার মাথা কাটা যাচ্ছিল।

ছেলের মুখের এই উক্তি রেবাকে আজ উতলা করে তুলেছে। সুমন এই ইংরেজী স্কুলে অনেক সচ্ছল পরিবারের ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে, চকচকে জমকালো জিনিষকে ভালোবাসতে শিখেছে। প্রাচীন কোন জিনিষকে মূল্য দেবার বয়েস বা সময় তার এখনো আসেনি।

রেবা কান্নাজড়ানো সুরে আস্তে আস্তে সুনীলকে জিজ্ঞেস করল - আমি কি ছেলের জন্যে ঐ রুমালটা ফেলে দেব নীল ? সুনীল মুখে হাসি এনে বলল - তুমি অন্ধ স্নেহে এভাবে হারবে না, সুমনকে বোঝাতে হবে।

টুকটুক শব্দ হতে দরজা খুলে দিল সুনীল। সুমন এসে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল – আমি তোমাকে দুঃখ দিতে চাইনে মা। রেবার হাতের দিকে তাকাতেই সেই হলুদ রুমালটা তার চোখের সামনে সূর্য্যের আলোর মত ঝলমল করে উঠল। প্রতিদিন দেখে দেখে হয়তো সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তার শিল্পীহৃদয় আজ মাকে দুঃখ দেওয়ার পর জেগে উঠেছে।

রেবা উঠে এসে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বলল – ঐ রুমালটাকে এরকম বলিসনি বাবা, এটা আমার কাছে তোর মতই প্রিয়। সুমনের চোখে এবার জল এসে গেল, সে মাকে বলল – মা, আমার শিল্পীর চোখ এতদিন বন্ধ ছিল, আজ সত্যিই আমি তোমার রুমালটা যে কত সুন্দর তা দেখতে পাচ্ছি। এ ছাড়া তোমাকে মানায় না, আমাকে ক্ষমা করো। রেবা ছেলের কপালে চুমু দিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে সুনীল মা আর ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বলল – এরকম শিল্পী হৃদয় আমারও ভালো লাগে। এবার রেবার চোখের জল আনন্দে জ্বলজ্বল করে উঠল।

অনুরোধ

বিজনপ্রসূন দাশ

চাকরি বজায় রাখার জন্যে আমাকে বেশ কয়েক বছর কলকাতার বাইরে কাটাতে হচ্ছে। পূজো উপলক্ষে কলকাতায় বেড়াতে এসেছি, রাস্তায় হঠাৎ অলোকের সঙ্গে দেখা। অলোক আমার কলেজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ওর জীবনের ইতিহাস আমার জানা এবং ও আমার জীবনের ইতিবৃত্ত জানে। মাঝে দুএকবার কলকাতায় এসেছি অফিসের কাজে কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা করার সময় করে উঠতে পারিনি। ওকে দেখে খুব খুশী হলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে মনে হল ও যেন অলোকের ছায়া মাত্র, সেই উচ্ছল প্রাণবন্ত মানুষটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। ওকে নিয়ে একটা চায়ের দোকানে ঢুকলাম, ভাবলাম পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করা যাবে। ওর চেহারা দেখে আমার মোটেই ভালো লাগছিল না, অনেক প্রশ্ন মনে ভীড় করে আসছিল।

অলোকের বিয়ে হয় প্রায় তিরিশ বছর আগে, ভালোবাসার বিয়ে। জিজ্ঞেস করলাম, 'হ্যাঁরে, কনিকা আর ছেলেমেয়েরা কেমন আছে' ? ও বলল, 'কনিকা বাপের বাড়ী বেড়াতে গেছে, ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে কলকাতার বাইরে চাকরি করছে, আর মেয়ে এবার মেডিকেল কলেজের ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে'। বললাম, 'তোর চাকরি কেমন চলছে, কবে রিটায়ার করবি '? জানলাম যে এখন ও কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আসছে বছর অবসর নেবে।

আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে যে অলোক যখন ছোট শহর ছেড়ে কলকাতায় একা এসে পৌঁছয় তখন ওর বয়েস আঠেরো কি উনিশ। যৌবনের মাদকতায় মত্ত ওর মন। সব কিছুর মধ্যেই সৌন্দর্য্য খুঁজে বেড়ায়। বাস্তবকে উপেক্ষা করে আদর্শকে প্রাধান্য দেওয়াই হয়তো যৌবনের ধর্ম। নিঃসঙ্গ কলকাতায় মনের দোসর খোঁজার উদ্দেশ্যে ওর প্রাণ তখন আকুল। সেই পরিস্থিতিতে ষোড়শী কনিকার সঙ্গে পরিচয়, সেই পরিচয় ক্রমে প্রণয়ে পরিণত হয়। ভালোবাসায় ভরপুর অলোকের মন তখন স্বপ্নরাজ্যে রঙীন পাখনা মেলে ভেসে বেড়াচ্ছে। আমরা জানতাম অলোকের মা বাবা ওদের মেলামেশাটা খুব একটা পছন্দ করতেন না, মুখ ফুটে না বললেও সেটা বেশ বোঝা যেত। সামাজিক বাধা কাটিয়ে ওদের সম্পর্কটা মেনে নিতে ওঁদের অনেকদিন লেগেছিল। সে যাই হোক ওদের বিয়েতে আমরা খুব হৈহৈ করেছিলাম। অলোক আর কনিকা দুজনেই খুব খুশী। কিছুদিন পরে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ওদের যথারীতি ব্যস্ত দেখেছি, ক্রমে ছেলেমেয়ে হল, বড়ো হল, একেএকে মা বাবাও গত হলেন।

চায়ের দোকানে ওর সঙ্গে অনেক কথা হল, শেষের দিকে বলল, 'জানিস্, আমার জীবনে একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে, তোকে বলে হয়তো খানিকটা রেহাই পাবো। আজ কয়েকদিন হল কনিকা বাপের বাড়ী গেছে, আমি বাড়ীতে একা। একটা জরুরী কাগজ খুঁজে পাচ্ছিলাম না, এটা ওটা নাড়াচাড়া করতে করতে হাত লেগে একটা ছোট বাক্স পড়ে গেল আর ডালাটা খুলে কয়েকটা চিঠি বেরিয়ে পড়ল। তার মধ্যে একটা আমাদের বিয়ের ছাপা নিমন্ত্রণপত্র আর একটা খামের মধ্যে চিঠি। খামের চিঠিটা পড়ে আমার মনে একটা খটকা লাগল। সম্বোধনহীন চিঠিটা কার উদ্দেশ্যে লেখা বোঝা কঠিন, তবে চিঠির ভাষা থেকে বোঝা যায় যে এই চিঠি এক নামহীনার বিয়ের পরের সপ্তাহে মধুর সম্পর্কে সম্পর্কিত কারো লেখা। তার পরিচয় ভবিষ্যতে কেউ যাতে জানতে না পারে সেজন্যে বোধহয় চিঠির নীচের অংশটুকু ছেঁড়া। চিঠিটা পড়ে আমি প্রথমে ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম যে এর নিশ্চয়ই একটা সদুত্তর আছে কিন্তু সন্দেহবাতিক মন কিছুতেই তা মানতে রাজী নয়। ভাবলাম যে ঐ বাক্সে আমার লেখা কোন চিঠি আছে কিনা দেখি কিন্তু কিছুই পেলাম না'।

তখন থেকে ওর মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। গত দুতিন রাত বিশেষ ঘুম হয়নি, শুধু ভাবছে যে আজ তিরিশ বছর যার সঙ্গে ঘর করছি, আমার সুখদুঃখের সঙ্গে যে জড়িয়ে আছে তাকে আমি সঠিকভাবে চিনি কি ? আমি নিশ্চয়ই ওকে খুশী করতে পারিনি, তা নাহলে এই চিরকুট ওকে সযত্নে সাজিয়ে রাখতে হতনা। কনিকা সত্যি কি কোনদিন আমাকে মনপ্রান দিয়ে ভালোবেসেছে ? ওর অতীতের ভালোবাসা কি সবই প্রহসন ?'

তখন থেকে অলোক তার অক্ষমতার জন্যে অনেক যুক্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে। একবার ভাবছে নিজেকে সরিয়ে নিলে কনিকা হয়তো এখনো প্রকৃত মনের মানুষ বেছে নিতে পারবে। আবার ভাবছে উচ্চাকাঙ্খী কনিকা হয়তো অপ্রীতিকর পরিবেশ থেকে বেরোনর জন্যে অবলম্বন খুঁজে বেড়াচ্ছিল আর ওর হিসেবী মন দুটো অবলম্বন ধরে রেখেছিল। যদি প্রথমটাতে সফলকাম না হয় তবে দ্বিতীয়টার সাহায্য নেবে। আপাতদৃষ্টিতে হয়তো তাতে দোষের কিছুই নেই কিন্তু তিরিশ বছর ঘর করার পর কনিকা এই টুকরো চিঠিটা মনের মনিকোঠায় রেখেছে দেখে আত্মগ্লানিতে ভুগছে অলোক আর ভাবছে যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেও ও কনিকাকে সুখী করতে পারেনি।

মনের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছে অলোক কিন্তু কিছুতেই কাজ হচ্ছে না। ওর ধারণা হয়েছে যে কনিকার পক্ষে কাউকে মনপ্রান দিয়ে ভালোবাসা অসম্ভব, যদি তা না হত তাহলে ও দু নৌকোয় পা দিয়ে থাকত না। কনিকার পরে রাগ আর অনুকম্পায় ওর মন ভারাক্রান্ত হয়ে আছে।

সেদিন অনেকক্ষণ ধরে নানারকম কথা হল ওর সঙ্গে। ওঠার আগে বলল, 'জানিস্, আমার মনের কোমল প্রবৃত্তিগুলি হারিয়ে ফেলেছি, মনটা যেন মরে গেছে। কেউ মারা গেলে সবাই তার আত্মার শান্তি কামনা করে, তোকে একটা অনুরোধ, যদি পারিস্ আমার মনের শান্তি কামনা করিস্।' বাড়ী ফেরার পথে ভাবতে ভাবতে এলাম, অলোকের মত আমার মনটা কি এখনো বেঁচে আছে ?

সিঁড়ি ভাঙ্গার অঙ্ক
সুস্মিতা মহলানবীশ

সিঁড়ি ভাঙ্গার অঙ্ক ধাপেধাপে নেমে আসতে হয়
অঙ্ক তখন ঠিকঠিক মিলে যায়।
ওপরে ওঠার সিঁড়ি ভাঙ্গার অঙ্ক যে কেউ মেলাতে পারেনা
ওপরে উঠতে গিয়ে যে কোন সময় ধ্বস নেমে যায়।

কখনো ৪০, ৫০, ৭৫ বা ৯০, হিসেব ঠিক মেলেনা
ওপরে ওঠার অঙ্কটা কেউ মেলাতে পারে কি ?
১০, ২৫ বা ৩২ ও হতে পারে
ওপরে ওঠার সিঁড়ি ভাঙ্গার মাঝেই ধ্বস নেমে যায়।

২২, ৪৫ বা ৬০ ও হতে পারে, ১ থেকে ১০০র মধ্যে কেউ কি
ওপরে ওঠার সিঁড়ি ভাঙ্গার অঙ্কটা মেলাতে পারে ?

চুট্‌কি

১৯১৭ সালে এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত মেজর বি ডি বসু, আই এম্ এস্ এর সম্পাদিত The Sacred Book of the Hindus, Vol. 16 titled Devata বইখানির ৫ নং পাতায় একটা পাখীর কুজন এক একজনের কানে কিভাবে ধরা দিয়েছিল তার বর্ননা –

মোল্লা শুনলেন ' আল্লা কুদরৎ ', পন্ডিত শুনলেন ' রাম লছ্মন্ দশরথ্ ', ভোজনবিলাসী শুনলেন, ' রসুন পেয়াজ আদরক্ ', কুস্তিগীর শুনলেন, ' দন্ড মুগ্‌গর কশরৎ ', আর বাহাদুরে একজন শুনলেন, ' আপন আপন মসরফ্ '।

মেলা নয় ঝামেলা
মীরা ঘোষাল

দুসপ্তাহ নির্মলা শান্তিনিকেতনে মা ভাই বোনেদের সঙ্গে কাটাল। মেলার অভিজ্ঞতা কুড়ি বছরে ভুলে গিয়েছিল। ভুলে ঠিক যায়নি, কুড়ি বছরে শান্তিনিকেতনের চেহারা ঠিক চেনা যায় না। আর মেলা তো একটা বিভীষিকা। যেমন ভীড় তেমন ধুলো আর নোংরা। আর কি চেঁচামেচি। লাউড স্পীকারে হিন্দী আর বাংলা সিনেমার গান তারস্বরে বেজে যাচ্ছে। মেলা উত্তরায়নের ছোট মাঠ থেকে পূর্বপল্লীর মাঠে উঠে এসেছে। নির্মলার বাবা অবসর নেবার পর পূর্বপল্লীতে বাড়ী কিনেছেন। সবার বাড়ী দুবিঘে জমির ওপর। কিন্তু সব বাড়ীতে মেলার লোক গিজগিজ করছে। তার ওপর পথচারী, ভিখিরি, রিক্সা ও কুকুর। পূর্বপল্লীর পাড়াটাও মেলাতে পরিণত হয়েছে।

একেএকে মেলার অতিথিদের আসা সুরু হল। বোন উজ্জ্বলা তো এলই তার ওপর এল ভাইয়ের শ্বাশুড়ী, দুটি ছোটছোট শালা আর মেডিকেল কলেজে পাঠরতা সুন্দরী শালী। তাদের একটা বড়ো ঘর ছেড়ে দেওয়া হল। তারপর এল নির্মলার তিন মামাতো বোন ও মাসতুতো দাদা ধূর্জটি। ধূর্জটিদা প্রতি বছর মেলায় আসেন। তাঁরা গ্রামের মানুষ, মেলাই ওঁদের একমাত্র আনন্দ উৎসব।

ধূর্জটিদাকে দেখলেই নির্মলার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। যখন ওর বড় মেয়ে চূনি ছোট ছিল সেইসময় একদিন সবাই যখন বসে চা খাচ্ছে সে জিজ্ঞেস করল 'ঘুরঘুট্টিদা কোথায় ?' সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বলল 'ঘুরঘুট্টিদা কে ?' নির্মলা বলল, 'চূনি, উনি ঘুরঘুট্টিদা নন, উনি ধূর্জটিদা, ঘুরঘুট্টিদার কোন মানে হয় না'। চূনি গম্ভীর হয়ে বলল, 'কেন, ঘুরঘুট্টি অন্ধকার'। সবাই হোহো করে হেসে উঠল কারণ ধূর্জটিদার রঙ অমাবস্যার রাতকে হার মানায়।

সে সব অতীতের কথা। এখন নির্মলা বাড়ীতে আগন্তুক অতিথিদের সংখ্যা দেখে নার্ভাস। কেউকেউ কোন খবর না দিয়ে খাবার সময় এসে উপস্থিত। কেউ খেয়ে আসে না, সবাই আশা করে খবর না দিলেও গৃহিনীর কর্তব্য তাদের পেট পুরে খাওয়ানো। এতে ভারতীয় মহিলারা এতই অভ্যস্ত যে তাঁরা কিছু মনেও করেন না। নির্মলা বহুদিন দেশছাড়া, এত লোকের সমাগম, তাদের দায়িত্বহীনতা ও নিয়মানুবর্তিতার অভাব দেখে বিরক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু মা, কাকিমা ও উজ্জ্বলা হাসিমুখে সব সহ্য করে এই বিরাট পল্টনের ভার নিলেন। যে যখন ইচ্ছে আসছে, যাচ্ছে। তিনটের সময় এসে সবাই খেতে চাইছে। রাত বারোটার পরেও হেঁসেল আগলে মা আর কাকিমা বসে থাকেন। ওঁরা যে কখন ঘুমোতে যান নির্মলা জানে না। ভোরবেলায় ছোট ভাইয়ের বৌ সবাইকে চা যোগায়, তারপর জলখাবারের পাট সে একটা পর্ব। দিস্তে দিস্তে লুচি, গামলা ভর্তি আলু ফুলকপির ছেঁচকি তার ওপর মিষ্টি। নির্মলার মনে হল একটা বিয়েবাড়ী। তফাৎ হল যে বিয়েবাড়ীর জন্যে সেইরকম বন্দোবস্ত থাকে। এ যেন ডামাডোল। শীতের দিনে কেউ বিছানা নিয়ে আসেনি। মেঝেয় শুতে দিলেও একটা তোষক চাই তার ওপর লেপ বা কম্বল।

নির্মলা ৭ই পৌষ সকালবেলায় ছাতিমতলায় উপাসনায় গেল। মেলা আর বাড়ীর হট্টগোলের বাইরে ছাতিমতলার উপাসনাটি নির্মলার মন ও অন্তর পূর্ণ ও পবিত্র করে দিল। মন্ত্রগুলি যেমন অর্থপূর্ণ তেমনি হৃদয়স্পর্শী। নির্মলার মন শান্তিতে ভরে উঠল কতদিন পরে মোহরদির স্বকণ্ঠে গান শুনল। কতবছর কেটে গেছে কিন্তু বয়েসের সঙ্গে তাঁর গলা যেন আরো পূর্ণতা লাভ করেছে। অনেকদির্ন পরে শান্তিদেব ঘোষের (ওদের শান্তিদার) গান শুনেও পুরোনো দিনে ফিরে গেল। শান্তিদার নাম যদিও পঙ্কজ, হেমন্ত ও দেবব্রতর মত অত জনপ্রিয় ছিল না কিন্তু শান্তিনিকেতনে বিনা মাইকে যারা ওঁর খালিগলায় উদাত্তসুরের গান শুনেছে সারাজীবন সে মূর্ছনা তাদের স্মৃতিতে রয়ে গেছে।

উপাসনা শেষ হলে সকলে মহর্ষি রচিত 'কর তার নামগান' গানটি গাইতে গাইতে ছাতিমতলার বেদিটি প্রদক্ষিণ করল। তারপর ছাতিমতলা থেকে বেরিয়ে অনেকে 'আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে' গানটি গাইতে গাইতে উত্তরায়নের উদ্দেশ্যে রওনা হল। এ দলটার বেশির ভাগ শান্তিনিকেতনের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে জড়িত প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী। উত্তরায়নের উদয়নের সামনে দাঁড়িয়ে সকলে গানটি শেষ করল, তারপর ছোটছোট দলে ছড়িয়ে পড়ল। কত যে পরিচিত মানুষের সঙ্গে দেখা হল – কাকে ছেড়ে কার সঙ্গে কথা বলবে ভেবে পেল না। সবার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলার সময় হল না। বন্ধুরা বলল 'কালোর দোকানে চলে এস, চুটিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে'। মুকুলদি ওদের চেয়ে বেশ কিছুটা বড়, তিনি মন্তব্য করলেন, 'আচ্ছা, তোমরা যারা বিদেশে থাক তাদের চেহারাটা কেন বিদেশীদের মত হয়ে যায় ?' একথাটা মুকুলদি না বলে অন্য কেউ বললে নির্মলা ভাবত যে মহিলা ব্যঙ্গ করছেন। কিন্তু মুকুলদি বড় ভালোমানুষ।

উজ্জ্বলা আর স্বাতী বলল, 'দিদি, মেলায় চল'। নির্মলার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু ধুলো আর ভীড় এড়াতে হলে এটাই উপযুক্ত সময়। মেলার মাঠে গিয়েও বহু পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হল। সবাই নির্মলাকে একনজরে চিনে নিল

বললে ভুল বলা হবে, তবে উজ্জ্বলার সঙ্গে দেখে বেশির ভাগই আন্দাজে বুঝে নিল। সবাইকার উচ্ছসিত আনন্দ দেখে নির্মলার খুব ভালো লাগল। কুড়ি বছরের ব্যবধান, তবু যেন মনে হল এরা সব বড় আপন। এদের উচ্ছাসে কোন কৃত্রিমতা নেই।

বাড়ী ফিরে দেখল ঠাকুর গাছের তলায় বিরাট কয়লার উনুনে পর্বতপ্রমাণ ভাত রেঁধেছে। বড় গামলায় এত ডাল যে ছোট একটা বাচ্চা অনায়াসে সাঁতার দিতে পারে। মা ও কাকিমা রান্নাঘরে একটা পাঁচমিশেলি তরকারি মাছ ও চাটনির ব্যবস্থা করেছেন। উজ্জ্বলা তাঁদের সাহায্য করতে সুরু করল, নির্মলাও এগিয়ে গেল। মা ও কাকিমা তাকে বললেন, 'তুই চান সেরে নে, এতগুলো লোককে পরিবেশনের জন্যে অনেক সাহায্য দরকার'।

নির্মলা চান করে এসে দেখল একটা বাজে, অতিথিদের দেখা নেই। বাড়ীর লোকেরা চান সেরে তৈরি। কাকিমা বললেন, 'তোমরা খেয়ে নাও, অন্যদের জন্যে অপেক্ষা করে লাভ নেই, তারা কে কখন আসবে কে জানে'। সবাই বসে গেল, নির্মলাকেও সবার অনুরোধে খেতে বসতে হল। ছোটভাই অন্তু ছোটছোট দুটি শালা রিন্কু আর টিন্কুও বসল। অন্তু ওদের বলল, 'ডালটা এত ভাল খেতে হয়েছে কেন জানিস তো, পাখীদের পেট থেকে ওতে অনেক কিছু পড়েছে। রিন্কু টিন্কু তক্ষুনি হাত গুটিয়ে নিয়ে বলল , 'ওমা, তাহলে আমরা ডাল খাব না'। মা কাকিমা পড়লেন মহা মুস্কিলে, অনেক বুঝিয়ে বললেন, 'তোদের জামাইবাবু তোদের খেপাবার জন্যে এইসব বলছে। ওর কথা সত্যি হলে ও নিজে মেখেচেখে অত ডাল খেত'। নির্মলা বলল, 'হ্যাঁরে অন্তু তুই ছোটদের পেছনে লাগার স্বভাব এখনো ছাড়তে পারিসনি ?' কাকু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ওর নিজের যখন ছেলে হবে ও তার পেছনেও লাগবে'। সবাই হোহো করে হেসে উঠল, সন্তু একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

একেএকে অতিথিরা বাড়ী ফিরল, তাদের দফায় দফায় চান খাওয়া সারা হতে তিনটে বাজল। তখনো ধূর্জটিদার দেখা নেই। নির্মলা আর উজ্জ্বলা মা আর কাকিমাকে খাইয়ে বিশ্রাম করতে পাঠিয়ে রান্নাঘরের ভার নিল। ধূর্জটিদা চারটে বাজিয়ে এলেন। উজ্জ্বলা জিজ্ঞেস করল 'তোমার খাওয়া হয়েছে ?' ধূর্জটিদা বললেন, 'খাওয়া হবে কি করে, আমি ব্রাহ্মণ মানুষ, হোটেল ফোটেলে খাই না'। নির্মলা বলল, 'বসে পড় খেতে, ভাত তরকারি সব শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে যাচ্ছে'। ধূর্জটিদা বললেন, 'আমরা কি তোদের মত ম্লেচ্ছ, আমরা চান আহ্নিক না করে খাই না'। নির্মলা বলল, 'বেশ তো চান করে নাও'। ধূর্জটিদা বললেন, 'ত্যাল দে'। উজ্জ্বলা বলল, 'চানের ঘরে জবাকুসুম তেল আছে', ধূর্জটিদা বললেন, 'আমি ওসব ফুলেল তেল মাখি না, নারকোল তেল দে'। উজ্জ্বলা কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'নারকোল তেল নেই'। 'দে সর্ষের তেলই দে' বলে উনি একগাদা সর্ষের তেল মাথায় আর গায়ে থাবড়ে নিয়ে চান করতে গেলেন। পাঁচমিনিটে চান করে এসেই খেতে বসলেন। নির্মলা হাতায় করে ভাত দিতে যেতেই বললেন, 'হাতায় করে কতটুকু ভাত দিবি, পুরো হাঁড়িটা উপুড় করে দে'। নির্মলা ইতস্তত করে উজ্জ্বলার দিকে তাকাল। উজ্জ্বলা মাথা নেড়ে সায় দিল। ধূর্জটিদা বিড়াল ডিঙোতে পারেনা সেই পর্বতপ্রমাণ ভাতের চূড়োতে গর্ত করে বললেন, 'ডাল দে'। নির্মলা ডাল দিলে পাঁচমিনিটে হুসহুস করে সব ভাত গলাধঃকরণ করলেন। আবার ভাত ডাল নিলেন তারপর মাছের ও চাটনির টাকনা দিয়ে আরো রাশখানেক ভাত খেয়ে পরিতৃপ্তির সঙ্গে একটি উদ্গার তুললেন।

পরদিন ৮ই পৌষ, সেদিন বাজি পোড়ানো হয়, সে একটা দেখার মত জিনিষ। আমেরিকায় ৪ঠা জুলাই স্বাধীনতা দিবসে বাজি পোড়ানো হয়। সবাই যখন তার উচ্ছসিত প্রশংসা করে তখন নির্মলার মনে হয় ওদের সবাইকে একবার এখানকার বাজি দেখায়।

সকালবেলাতেই কাকু সকলকে বলে দিলেন 'আমি ব্যবস্থা করেছি সবাই বনফুলের দোকানে ঢাকাই পরোটা খাবে। বৌদি ও তোমাদের কাকিমা বাজি দেখতে যাবেন। এত লোকের রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা করে উঁরা ক্লান্ত। উঁরা একবারও মেলায় যেতে পারেননি'। বাজি শেষ হতে এগারোটা বাজল। উজ্জ্বলা ও নির্মলা বাড়ী ফিরে দেখল মা ও কাকিমা ফিরে এসেছেন, কাকুও ফিরে এসে উঁদের সঙ্গে গল্প করছেন। নির্মলা আর উজ্জ্বলাও উঁদের সঙ্গে যোগ দিল। একেএকে সবাই বাড়ী ফিরল। ধূর্জটিদার দেখা নেই, বারোটা বাজতে নির্মলা কাকিমা আর মাকে শুতে যেতে বলল। ঠিক সেই মুহূর্তেই দরজায় টোকা। নির্মলা দরজা খুলে ধূর্জটিদাকে দেখবে আশা করেছিল কিন্তু দেখল ছোটখাট একটি দল। দুটি পুরুষ মানুষের সঙ্গে দুটি মহিলা আর একটি বছর দশেকের মেয়ে। নির্মলা হতভম্ব হয়ে বলল, 'উঁরা কারা ?' 'ওমা, চিনতে পারলি না, এতো মনি আর তার জামাই সুবোধ।' মনি ধূর্জটিদার বোন, নির্মলা ওকে বছর দশেকের দেখে গিয়েছিল। এখন তার বিয়ে হয়েছে, মেয়ে হয়েছে। অন্য দুটি মানুষ কে নির্মলা বুঝতে চেষ্টা করছে – ধূর্জটিদা পরিচয় দিলেন উঁরা মনির জা ও ভাসুর। কোলাহল শুনে মা ও কাকিমা বসার ঘরে এলেন। অত রাতে চারটি অনাহূত অতিথি দেখেও বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হলেন না, আগ্রহভরে ওদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। ধূর্জটিদা বীরদর্পে বললেন, 'মাসিমা, জানেন তো এরা বাজি দেখে ফিরে যাচ্ছিল, আমার চোখ এড়াতে পারে ? আমি ধরে

ফেলেছি'। মনি মাইল দুয়েক দূরে থাকে। বাড়ীতে এত লোকের ভীড় তার ওপর আবার চারজনকে নিমন্ত্রণ করা। নির্মলা ধূর্জটিদার কান্ডজ্ঞানের অভাব দেখে মনে মনে খুব চটল। মা স্বাভাবিক স্বরেই বললেন, ' ভালোই করেছিস, শীতের রাত্তিরে রিক্সায় দু মাইল যেতে কষ্ট হত।

তারপর মা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোদের খাওয়া হয়েছে ?' নির্মলা অবাক হয়ে ভাবছে এ আবার কেমন প্রশ্ন, রাত দুপুরে কেউ না খেয়ে থাকে ? নির্মলা কোন্ জগতে থাকে। আগন্তুকরা মাথা নেড়ে জানাল তারা অভুক্ত। মা ও কাকিমা রান্নাঘরে ছুটলেন, উজ্জ্বলা সঙ্গ নিল, নির্মলাও গেল। মা আটা ময়দা মিশিয়ে পর্বতপ্রমাণ পুরির ময়দা মাখলেন। নির্মলা ভাবল এ তো দশবারো জনের লুচি। সে ভাবল মা হয়তো কিছু বেঁচে গেলে সকালের জলখাবারে লাগবে ভেবে একটু বেশি মেখেছেন। কাকিমা তাড়াতাড়ি প্রেসারকুকারে আলু সেদ্ধ করে একটা আলুর দম নামিয়ে ফেললেন। দুপুরের মাংস ছিল, মা সেটা মনির বর আর ভাসুরকে দিলেন। এদেশে পুরুষমানুষরা মেয়েদের কাছে খাবার ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব পায়। ভদ্রলোক দুজন নির্বিকার ভাবে মাংস খেলেন। মহিলারা যে বঞ্চিত সে ওঁরা লক্ষ্যও করলেন না। কাকিমা বড় বড় লুচি ভাজছেন আর অতিথিরা এক এক গ্রাসে এক একটা লুচি মুখে পুরছেন। এত রাত্তিরে কেউ যে এত খেতে পারে নির্মলা চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারল না। লুচি একটাও বাঁচল না।

খাওয়াদাওয়া চুকিয়ে হেঁসেল তুলে সবাই শুতে গেলেন। নির্মলা নিজের বিছানায় শুতে এসে দেখল বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে ও যে বিছানাটা পেয়েছিল এখন সেখানে উজ্জ্বলা আর মনি অংশ নিয়েছে আর ওরা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। নির্মলার এমন করে শোবার অভ্যেস অনেকদিন ছেড়ে গেছে, ও এককোণে জড়োসড়ো হয়ে শুল কিন্তু ঘুমোতে পারল না। উঠে চোখেমুখে ঠান্ডা জলের ঝাপটা দেবে বলে বাথরুমে যেতে গিয়ে দেখল মা বেচারি সবার শোবার ব্যবস্থা করে নিজে খাবার ঘরে একটা ইজিচেয়ারে ছোট্ট পাখীর মত বুকে মুখ গুঁজে ঘুমোচ্ছেন। সবাইকে লেপ কম্বল দিয়ে নিজে একটা বেডকভার ঢাকা দিয়ে শীত নিবারণের বৃথা চেষ্টা করছেন। নির্মলা গিয়ে তার বিদেশী গরম কোটটা এনে মাকে ভালো করে ঢেকে দিল। মনে হল মায়ের যেন আরাম বোধ হল, তিনি নড়েচড়ে যতটা সম্ভব ভালো করে শুলেন। নির্মলার ইচ্ছে হল মায়ের গায়ে মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেয়। কিন্তু ঘুম ভেঙ্গে যাবার ভয়ে সে হাল্কা করে মায়ের কপালে একটা চুমু দিয়ে ব্যালকনিতে চলে গেল।

কনকনে ঠান্ডা, তবে নির্মলার মাথাটা ঠান্ডা হল। পূবের আকাশে লাল আভা ধরেছে। নির্মলা এই ব্রাহ্ম মুহূর্তটি অণুতে অণুতে অনুভব করল। ৭ই পৌষের ভোরের বৈতালিকের একটা সুর সারা আকাশ জুড়ে যেন বাজতে লাগল, 'প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো'।

The Lighthouse

Jyoti Ghosh

Lost in the middle of the night,
With nothing but the great, wide ocean before me,
I am filled with fright.
I gaze up at the ominous sky,
Searching for the moon and the stars,
Trying hard not to cry.
I hear the roar of thunder in the distance.
Now I have no guidance except for the light of hope in my heart.
I frantically look around, searching for some sign of existence.
Lightning strikes down, missing me by a breath.
My ship is the prey in the jaws of the storm.
I have lost all hope and now feel as though I am very close to death.
Just as I am ready to surrender myself to the merciless night,
I see the mighty beam of a light shining down on me.
Oh! What a sight!
It is the everlasting, faithful lighthouse,
Letting the ships know they're safe once more.
Relief floods me as I sail towards the rocky storm tossed shore,
To my sentinel, my lighthouse.

The Rose

Monalisa Ghosh

The smooth, creamy petals of a rose symbolize peace,
Its majestic beauty will never cease.
Its versatile grace is a symbol of freedom,
And its bursting blossom is a joy ready to be born.
The brilliant color is a symbol of love,
Reflecting the light shining from above.

But the thorns of a rose that pierce like a knife,
Are a reminder that life is also full of strife.
The rose has to overcome many obstacles in its way,
To bloom in one unforeseen, shiny day.

As I hold a rose,
It quickly changes its pose.
One by one, the petals fall to the floor,
It is perfect no more.
I stand in guilt,
As I watch the rose wilt.

Love, freedom, peace and happiness we all have wanted,
Not achieving always, because we take them for granted.
But to have this at every moment,
Is to wipe out obstacles and be perfect.
But we are not,
We have yet to gain a lot.
As I hold the remainder of the rose,
The thorns give me a stinging but inspiring dose.

I realize we all learn from painful mistakes,
That we make every day for our own sakes.
The rose is a symbol of peace and happiness, struggle and strife,
The rose symbolizes a true earthly life.

[This poem was the county overall winner in the poetry category of the Alabama Penman Writing Contest (1999).]

Priyanka Mahalanobis

RAHUL
BASU

Mohua
Basu

Triumphs and Tragedies of the 20th Century

Reshma Gupta

As we get ready to begin the new Millennium, I wanted to write about something that would bring closure to the 20th century. Therefore, I am writing what I consider the major *Triumphs* and *Tragedies* of the last 100 years. I have researched over thousands of items[1] regarding the period 1900-1999, but due to the vast amount of data accumulated over the years to define our century, I have meticulously selected the following to represent our 100-year history.

Note: Remember, the information presented here is written primarily from my point of view. You may or may not agree with my selections but I hope you at least understand some of the major events that have shaped the 20th century. So sit back, relax, and relive history that changed the world for better or for worse.

	TRIUMPHS	TRAGEDIES
1900-1909	World's Pop: 1.6 billion Women compete in Olympics Albert Einstein formulates the theory of special relativity Wright brothers make first powered, controlled flight Aswan Dam complete Astronomical Calculator invented Albert Einstein formulated $E=mc^2$	Hurricane ravages Galveston, Texas: 6000 drowned Russo-Japanese War Russian Revolution begins when troops fire on defenseless group of demonstrators on "Bloody Sunday" Earthquake kills 150,000 in southern Italy and Sicily San Francisco earthquake and three day fire: over 500 dead
1910-1919	Panama Canal completed Jeanette Rankin first woman in the US elected to Congress Mahatma Gandhi initiates Satyagraha (truth force) campaign, beginning his nonviolent resistance movement against British rule in India Air conditioning invented by Willis Carrier, US	World War I: Austrian Archduke Francis Ferdinand and wife Sophie are assassinated World-wide influenza epidemic kills 20 million Balkan Wars due to territorial dispute Titanic sinks on maiden voyage: 1500 drown Lusitania sunk by German submarine Genocide of estimated 600,000 to 1 million Armenians by Turkish soldiers
1920-1929	US women win right to vote First sound movie "Jazz Singer" World War I formally ends Computer invented by Vannevar Bush, US League of Nations formed Big Bang theory: Edwin Hubble Insulin: Bantings-Macleod Alexander Flemmings discovers Penicillin	Crash of New York stock market leads to worldwide depression Widespread KKK violence in US

[1] Information compiled from Internet, history books, and CD-ROM of reference library

	TRIUMPHS	TRAGEDIES
1930-1939	First World Cup soccer First television transmission Helicopter invented Jet propulsion invented	World War II begins USSR forced famine: 3 million dead Rape of Nanking: 300,000 dead
1940-1949	UN formed India and Pakistan gain independence Women military services established Berlin Airlift	Japanese attack Pearl Harbor: kill 1000's US drops Atomic Bomb in Hiroshima and Nagasaki: to end WWII Nazi Holocaust: kills 6 million Jews Gandhi assassinated by Hindu fanatic South Africa institutionalizes apartheid Cold War
1950-1959	First credit card in US Measles vaccine Polio vaccine: using dead virus Color TV introduced in US US bans racial segregation in public schools DNA is a double helix: Watson & Crick Russians launch Sputnik I: Space Age begins	Korean War: North invades South: 5 million killed
1960-1969	Polio vaccine: using live virus Laser First US space man: Commander Alan B. Shepard MLK Jr. delivers "I have a dream..." speech MAN LANDS ON THE MOON	Vietnam War Berlin Wall separates East-West Germany Cuban Missile Crisis USSR fires 50 megaton Hydrogen Bomb: biggest explosion in history President Kennedy assassinated MLK Jr. assassinated in Memphis
1970-1979	US Environmental Protection Agency formed VCR invented Scientists identify cause of "legionnaire's disease" Nuclear proliferation pact signed by 15 countries including the US and USSR	First US president (Nixon) to resign 11 Israeli athletes at Munich Olympic Games killed by Arab terrorists Pol Pot in Cambodia: 2 million dead Music legend Elvis Presley dies
1980-1989	Benazir Bhutto, first Islamic woman prime minister in Pakistan Space shuttle Columbia completes first shuttle mission Eradication of Small Pox Japan becomes world's top leader Berlin Wall down HIV identified Judge Sandra O'Conner: 1st woman on US Supreme Court FDA approves AZT for treatment of AIDS victims	PAN AM 103 crash: hidden bomb kills 259 on-board + 11 Scottish inhabitants Challenger explodes after launch (73 seconds into the flight) Chernobyl nuclear power plant disaster in Soviet Union Indira Gandhi assassinated 300 slain as Indian army occupies Sikh Golden Temple in Amritsar Toxic gas leak from Union Carbide plant in Bhopal, India, kills 2000 Volcano erupts in Columbia killing 25,000 Exxon Valdez catastrophy: 11 million crude oil released into Prince William Sound Thousands of students killed in Tiananmen Square, China Rajiv Gandhi assassinated

	TRIUMPHS	TRAGEDIES
1990-1999	Soviet Union dissolved Cold War ends World's Population expected: 6.2 billion Hubble space telescope launched East-West Germany reunite Text based Web browser available to public Hale-Bopp comet is closest it will ever be to earth until 4397 TITANIC: the movie makes 1.2 billion worldwide: made history! Founder of Microsoft, Bill Gates: net worth 51 billion – Richest Man in the World! Pujari celebrates 14th Durga Puja in Atlanta, Georgia	Persian Gulf War Bosnia-Herzegovina: 200,000 dead Rwanda: 800,000 dead 75,000 killed in Japanese earthquake World Trade Center bombing Oklahoma City federal building bombed Bomb at Centennial Summer Olympics TWA and ValuJet crash Riots in India after demolition of Babri Masjid Kargil Crisis Serbia-Albania War: ethnic violence Mid-air collision in India kills 342 US Embassy bombings in Africa Mother Teresa dead Princess Diana dies in car crash JFK Jr., wife and sister-in-law dies in plane crash School shootings: children killing children AND THE LIST WILL GO ON as we're "Livin' la vida loca"

HERE'S LOOKING FORWARD TO THE 21ST CENTURY!!!!!

BEST WISHES AND GOOD LUCK TO ONE AND ALL!!!!!

Marjorie Sen

PUJARI DIRECTORY 1999

Akmal, Neela & Musharatul Huq
4300 Steeple Chase Drive
Powder Springs, GA 30073
(770) 439-7308

Bandyopadhyay, Narayan & Anima
1849 Hidden Hills Drive
N. Augusta, SC 29841
(803) 278-2707

Bandyopadhyay, Ranjit & Chhanda
3629 Pebble Beach Drive
Martinez, GA 30907
(706) 868-7627

Bandyopadhyay, Swapan & Suchira
461, Creek Ridge
Martinez, GA 30907
(706) 868-8300

Banerjee, Bhashkar
1422 D, Druid valley Drive
Atlanta, GA 30329
(404) 325-8470

Banerjee, Manjushri & Aniruddha
2201 Royal Crest Circle
Birmingham, AL 35216

Banerji, Mr. & Mrs. Subir
4533 Sherry Lane
Hixson, TN 37343

Banerji, Sraboni & Snehamoy
530 Dorchester Crossing
Duluth, GA 30155
(770) 476-2035

Banik, Meena & Naren
2337 Stevenson Drive
Charleston, SC 29414
(843) 571-6010

Basu, Kakoli
2018 Bromley Court
Augusta, GA 30909
(706) 738-6634

Basu, Mamata & Asok Kumar
494 Rue Montaigne
Stone Mountain, GA 30083
(404) 292-8323
a.basu@lanprotech.com

Gauranga C. Banik
2575 Delk Road, #1530A
Marletta, GA 30067
gbanik@SPSU.edu

Basu, Robi & Chaitali
208, Hilltop Drive
Peachtree City, GA 30269
(770) 487-4922

Suparna & Saibal Basu
1502 Ninth Avenue South
Birmingham, AL 35205
(205) 975-3897

Rajdeep Bhaduri
201 Miracle Drive, Apt 16G
Anderson, SC 27621

Bhargave, Jagan
8232 Carlton Road
Riverdale, GA 30296
(404) 471-4418

Bhargave, Pramodini
643 Wellington Way
Jonesboro, GA 30236

Nilabhra Bhattacharyya
210 Rogers Road, Q-309
Athens, GA 30605

Purabi & Arun Bhattacharyya
1014 Eagle Crest
Macon, GA 31211

Munna & Swapan Bhattacharyya
6480 Calamar Drive
Cummings, GA 30040

Parna & Jnanabrata Bhattacharyya
150 E, Rutherford Street
Athens, GA 30605
(706) 613-0987

Rash & Sujata Bhattacharyya
260 Danview Road
Jacksonville, AL 36265
(205) 435-8846

Sudhamoy Bhattacharyya
4616 Mulberry Creek Drive
Evans, GA 30809

Dharmajyoti Bhaumik
185 Pine Club Lane
Alpharetta, GA 30202

Mahasweta Bhaumik
4351 Revere Circle
Marietta, GA 30062
(770) 587-3267

Nandita & Anil K. Bose
315 Kingsway
Clemson, SC 29631
(803) 654-4898

Shibani & Dulal Bose
1415 Innsbrook Drive
Hixson, TN 37343
(423) 843 2263

Somali & Scott Burgess
1635 Pirkle Road, NW,
Apt. 1720
Norcross, GA 30093
(706) 543-7282

Benugopal & Shibani
Chakraborti
1600 Louise Drive
Jacksonville, AL 36265
(205) 435-3629

Sivani, Chitra & Ranes
Chakravorty
5049 Cherokee Hills Drive
Salem, VA 24153
(840) 380-2362

Mr. & Mrs. Chayan Chakrabarti
2350 Cobb Parkway, # 1-K
Smyrna, GA 30080

Rita & Satya Chakrabarti
6025 Twinpoint Way
Woodstock, GA 30189
(770) 592-0563

Sriparna & Barid Chakrabarti
164 Rivoli Landing
Macon, GA 31210
(912) 474-5390

Madhumita & Samir Chatterji
2702 Manor Glenn Lane
Suwanee, GA 30024
(770) 932-0933

Nupur & Prabir Chatterji
7092 South Wind
Columbus, GA 31903
(704) 321-9200

Sharmila & Abhijit Chatterji
2267 Orleans Avenue
Marietta, GA 30062
(770) 977-0124

Chaitali & Sajal Chatterji
5500 Grove Place Crossing
Lilburn, GA 30247
(770) 564-3843

Rita & Debasish Chatterji
112 Skilodge Drive, Apt 236
Birmingham, AL 35209
(205) 945-4898

Nirumati & Jitendra Contractor
1757 Grandeus Lane
Stone Mountain, GA 30087

Parnika & Anil Chakrabarti
1620 Brook Manor Drive
Hixson, TN 37343
(423) 842-6922

Kanika & Dilip Chaudhuri
9404 Ashford Place
Brentwood, TN 37027
(615) 370-3575

Indraneel Chowdhuri
602 Lakeside Way
Newnan, GA 30265

Anjana & Arijit Das
789 N. Main Street
Alpharetta, GA 30201

Bithika & Amaresh Das
132-1 Ashley Circle
Athens, GA 30605
(706) 613-5865

Kalpana & Bijan Prasun Das
1364 Chalmette Drive
Atlanta, GA 30306
(404) 874-7880
bpdas@flash.net

Lekha & Ajit Das
1382 Chapel Hill Court
Marietta, GA 30060

Nirmal & Ashima Das
5110 Main Stream Circle
Norcross, GA 30062
(770) 446-5691

Raja Das
1506 Vinings Trail
Smyrna, GA 30060
(770) 433-9477

Shyamoli & Priya Kumar Das
4515 Holliston Road
Doraville, GA 30360
(770) 451-8587
priyadas@msu.com

Sutapa & Saumya Kanti Das
1476 Country Squire Court
Decatur, GA 30033
(770) 496-1676

Tonmoy Das Gupta
1242 Ski Lodge lane
Birmingham, AL 35209

Baishali & Gaurushankar Datta
159 Whippor Will Circle
Athens, GA 30605

Soma & Sanjib Datta
2164 Sugar Springs Drive
Lawrenceville, GA 30043
(678) 442-9749
sdatta@mindspring.com

Susmita & Somnath Datta
1060 White Hawk Trail
Lawrenceville, GA 30043
(770) 513-9506
sdatta@cs.gsu.edu

Indrani & Ranjan Datta Gupta
215 Weatherwood Circle
Alpharetta, GA

Manosij Dattaroy
1322 Briarwood Road, #C-19
Atlanta, GA 30319
(404) 233-3946

Mr. & Mrs. Anindya De
1728 Dyson Drive
Atlanta, GA 30307

Santosh & Prabha De
2624 Frontier Trail
Atlanta, GA 30341

Maya & Sudhir Debnath
2794 Pontiac Circle
Doraville, GA 30360
(770) 986-9190

Prateen & Vibha Desai
822 Wesley Drive, NW
Atlanta, GA 30305
(404) 351-7882

Indrani & Piyush Dewanji
110 Shaftsbury Road
Clemson, SC 29631
(864) 653-5467

Sharmistha & Swarna Datta
3000 Hwy 5, # 316
Douglasville, GA 30135
(770) 942-5525

Arun & Mallika Datta
4217 Dunwoody Road
Martinez, GA 30907
(706) 868-5373

Mrs. M.C Datta
1041 Stage Road
Auburn, AL 36830
(334) 826-3921

Swagata & Prosenjit Datta
550 Allana Court
Stone Mountain, GA 30087
(770) 498-7789

Indra & Ranjan Dattagupta
215 Weatherwood Circle
Alpharetta, GA 30004
(770) 475-4525
rdatta@us.ibm.com

Pijush & Ruby De
6463 Brookmead Circle
Hixson, YN 37343

Sudeep Gangopadhyay
2327 F. Dunwoody Crossing
Atlanta, GA 30338
(770) 234-0131

Amitava & Indrani Ganguli
511 Cambridge Way
Martinez, GA 30907
(706) 860-5586

Mamata & Sushanta Ghorai
1430 Meriwether Road
Montogomery, AL 36117
(334) 277-2848
ghorai@asu.alasu.edu

Mira & Monojit Ghoshal
3907 Camellia Drive
Valdosta, GA 31602
(912) 244-1291

PUJARI DIRECTORY 1999

Amrit Raj Ghosh
718 Jefferson Drive
Atlanta, GA 30350
(770) 522-9330

Jaba & Bob Ghosh
2051 Sugar Valley Lane
Lawrenceville, GA 30043
(770) 814-0065
bobghosh@infoq.com

Leena & Dipankar Ghosh
5239 Jameswood Lane
Birmingham, AL 35244

Mita & Sarbabijoy Ghosh
2695 Almont Way
Roswell, GA 30076

Mr. & Mrs. Kanai Ghosh
83 Murdock Street
Monroeville, AL 36460

Partha Ghosh
665 Wiltshire Drive
Montgomery, AL 36117

Mukut & Bula Gupta
107 Battery Way
Peachtree City, GA 30269
(770) 487-9877
mukut@mindspring.com

Shanta & Kiriti Gupta
946 Bingham Lane
Stone Mountain, GA 30083
(404) 296-7244
kiriti10@hotmail.com

Jaya & Ardhendu Haldar
916 D, Amberly Drive
Norcross, GA 30093

Joydip Homchowdhuri
4571 M, Valley Parkway
Smyrna, GA 30082
(770) 432-6882

Rajashri & Asit Jena
690, Silver Peak Court
Suwanee, GA 30174
(770) 932-5382

Usha & Prasanna V. Kadaba
1071,Parklan Run
Smyrna, GA 30082

Sunil & Rita Kapahi
5532 Mount Vernon Way
Dunwoody, GA 30338
(404) 394-1851

Jhunu & Prabhash Karan
6900 Roswell Road, #F8
Atlanta, GA 30328
(770) 396-8178
thekarans@aol.com

Somesh Karanji
1112 Lake Knoll Drive
Lilburn, GA 30047

Anne Barile & Yasho Lahiri
35 Hardscrabble Road
Briarcliff Manor, NY 10510
(914) 747-6088

Pranab & Jayanti Lahiri
1742 Ridgecrest Court
Atlanta, GA 30307
(404) 378-0315
jlahiri@peachnet.campuscwix.net

Devi, Joy & Renu Laskar
95 Seville Chase Road
Atlanta, GA 30328
(770) 394-4280
joy.laskar@ece.gatech.edu

Sushmita & Jayanta Mahalanabis
1512 Moncrief Circle
Decatur, GA 30033
(770) 908-2188

Ashish Mazumdar
927 Parkway Drive
Leeds, AL 35094
(205) 699-4708

Diptarka Majumdar
50 Rocky Creek Road
Greenville, SC 29615

Maya Ghosh & Pradip K. Mazumdar
2111 Merlin Drive
Chattanooga, TN 37421
(423) 894-5413

Arti & Somnath Mishra
5030 Heatherleigh Avenue
Unit # 121
Missisauga, Ontario, Canada L5V2G7

A. Mitra
706 Patrick Road
Auburn, AL 36830
(205) 887-8111

Jagdish Mitra
4102 F Dunwoody Park
Dunwoody, GA 30338
(770) 350-6218

Mandira & Kalyan Mitra
1805 Roswell Road, # 11-D
Marietta, GA 30062
(770) 579-1693

Rekha & Samarendranath Mitra
1366 Emory Road
Atlanta, GA 30306
(404) 378-9850

Stephanie & Kin Mitra
135 Spalding Ridge Way
Dunwoody, GA 30350
(770) 396-4922

Urmila & Dipankar Mitra
3622 Pebble Hill Road
Marietta, GA 30062
(770) 509-9227

Ira & Harsha N. Mookherjee
1505 Bilbrey Park Drive
Cookeville, TN 38501
(615) 526-5936

Amit Mukherji
2095 Drew Valley Road
Atlanta, GA 30319
(404) 636-1894

Maya & Nandalal Mukherji
1156 Chateau Terrace
McDonough, GA 30253
(678) 432-6332
mmukherj@morehouse.edu

Partha & Srilekha Mukherji
2045 Pheasant Creek Drive
Martinez, GA 30907
(706) 860-1332

Mr. & Mrs. Shyamal Mukherji
324 South Wingfield Road
Greer, SC 29650

Kallol & Banhi Nandi
1795 Whitehall Court
Marietta, GA 30066
knandi@manhattanassociates.com

Sujata & Saikat Nandi
319 Granville Court
Atlanta, GA 30328
(770) 804-9114

Arvind & Sudha Padhye
2956 Windfield Circle
Tucker, GA 30084
(770) 939-1478

Sandra & Dr. N. Pathak
324 Seminole Drive
Montgomery, AL 36117

Rimi & Asim R. Pati
2120 Riding Ridge Road
Columbia, SC 29223
(803) 865-9612

Pran Paul
917 Burlington Court
Evans, GA 30809
(706) 860-3121

Kalpana Rakkhit
63 Suffolk Road
Aiken, SC 29803

Giriraj Rao
705 Nile Drive
Alpharetta, GA 30201
(770) 993-5263

Krishna & Apurba Ray
1276 Vista Valley Drive, NE
Atlanta, GA 30329
(404) 325-4473

Dilip & Krishna Ray
3404 Lockridge Drive
Birmingham, AL 35216
(205) 979-5968
dilipk.ray@southernco.com

Eva & Subroto Ray
5426 Poplar Spring Drive
Charlotte, NC 28269
(704) 597-5519

Baidyanath & Bharati Roy
710 Whittington's Ridge
Evans, GA 30809
(706) 868-8233

Subhojit & Sharmila Roy
3500 Westcote Court
Marietta, GA 30066

Arunava Saha
3800 Woodchase Lane
Marietta, GA 30067
(770) 937-9605

Roma & Anuj Saha
610 Spring Creek Lane
Martinez, GA 30907

Reema & Sushanta Saha
3870 Vicki Court
Duluth, GA 30136
(770) 623-5608

Sujit & Geeta Samaddar
186 Stone Mill Drive
Martinez, GA 30907
(706) 860-5808

Ashish Sarkar
313 Ashville Court
Macon, GA 31212
(912) 475-0392

Krishna & Sanjay Sarkar
336 Shiloh Lane
Tuscaloosa, AL 35406
(205) 345-9690

Moitri & Asok Sarkar
104 Noble Forest Drive
Norcross, GA 30092

Abhimanyu Sen
4576 L. Valley Parkway
Smyrna, GA 30082
(770) 436-4135

Suzanne & Amitava Sen
340 Riversong Way
Alpharetta, GA 30022
(770) 640-6774
amitavasen@iname.com

Krishna & Suhash Sengupta
1692 Moncrief Circle
Decatur, GA 30033
(770) 934-3229

Kailash Sharma
1329 Chesapeak Avenue
Lilburn, GA 30247

Mridul Sengupta
3724 Ashford Dunwoody Road,
Apt. H
Atlanta, GA 30319

Stephen & Inu Sengupta
2045 Britley Park Crossing
Woodstock, GA 30189

Asit & Arati Sengupta
3840 Cedarcliff Court
Smyrna, GA 30080

Samir M. Sinha
1550 Terrell Mill Road, # 4-S
Marietta, GA 30067

Uday Sinha
145 Camp Drive
Carrolton, GA 30117
(770) 834-8252

Paramjit Singh Virdi
1432 East Bank Drive
Marietta, GA 30068

P. Lali & Ian Watt
811 Chilton Lane
Wilmette, IL 60091

Pujari

Durgapuja 1999

Entertainment Program, October 16, Saturday, 3:30 P.M.

Opening song	- ***Asok Basu***
Folk dance	- ***Sampriti Dey & Rani Roy***
Song	- ***Madhumita Basu & Group***
Dance	- ***Sujasha Sengupta & Mimi Homchowdhury***
Song	- ***Roni Basu***
Dance	- ***Mompi Mahalanobis, Tinki Gupta & Piya Basu***
Song	- ***Susmita Dutta***
Dance	- ***Swati Ghosh***
Gazal	- ***Rakhi Banerjee & Group***
Dance	- ***Julia Samaddar***
Song	- ***Saibal Sen***
Kathak Dance	- ***Banhi Nandi***
Song	- ***Indrani Ganguli***
Music	- ***Amitava & group***

☺